ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 15 April 2019 ■ আগরতলা, ১৫ এপ্রিল, ২০১৯ ইং ■ ১ বৈশাখ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পূর্ব আসনে ভোটে চরম অশান্তির আশংকা

ভোট রিগিং রুখতে বন্দুক কিংবা কামান হাতে মোকাবেলার নিদান দিলেন ক্ষুব্ধ বাম নেতারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল।। নির্বাচনে প্রহসনের অভিযোগ এনে পূর্ব আসনে ভোটে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ডাক দিয়েছে বামফ্রন্ট-কংগ্রেস উভয় দলই। পূর্ব আসনে ভোটারদের মেজাজ আলাদা। তাই, বামেরা এক কদম এগিয়ে প্রয়োজনে কামান কিংবা বন্দুক হাতে নিয়ে মোকাবিলা করার নিদান দিয়েছে। তাতে, পূর্ব আসনে ভোটে চরম অশান্তির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

রাজ্যে শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে পশ্চিম আসনে ভোটে প্রহসনের অভিযোগ এনেছে বিরোধী দল সিপিএম ও কংগ্রেস। নির্বাচন কমিশনে ব্যাপক রিগিংয়ের অভিযোগ জানিয়েছে তারা। তাৎপর্য্যপূর্ণ বিষয় হল, পশ্চিম আসনে সমতলে বিজেপি রিগিং করতে পেরেছে বলে দাবি সিপিএমের। সেক্ষেত্রে পূর্ব আসনে চতুর্মুখী লড়াইয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য কামান কিংবা বন্দুক তুলে নেওয়ার ডাক, ভোটে অস্থিরতা বাড়ানোর দিকেই ইঙ্গিত বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা।

পশ্চিম আসনে ভোটে দেখা গিয়েছে, জোট শরিক আইপিএফটি কর্মীরা বিজেপি কর্মীদের উপর মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে আক্রমণ করেছে। একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই, সমতলে বিজেপি যতটা মজবুত, পাহাড়ে ঠিক ততটা সংগঠন বিস্তার করতে পারেনি। বিধানসভা নির্বাচনে আইপিএফটি'কে সাথে নিয়ে পাহাড়েও বামেদের পরাস্ত করতে পেরেছে বিজেপি। লোকসভা নির্বাচনে পরিস্থিতি তার বিপরীত।

আইপিএফটি সভাপতি তথা মন্ত্রী এন সি দেববর্মা পূর্ব আসনে লোকসভা নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী। প্রচারে অনেকটাই পিছিয়ে থাকলেও পশ্চিম আসনে ভোটে বিজেপি কর্মীদের আইপিএফটি কর্মীদের মারধোর পূর্ব আসনে ভোটে পদ্ম শিবিরের জন্য চিন্তার কারণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

পিসিসি সভাপতি প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মণও পূর্ব আসনেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন বলে ধারণা রাজনৈতিক মহলের। কারণ, তিনি পিসিসি সভাপতি পদে দায়িত্ব নেওয়ার পর অধিকাংশ উপজাতি ভোটারদেরই দল ভাঙিয়ে এনেছেন। অপরদিকে, গণমুক্তি পরিষদ আপাতত রাজ্যে নিস্তেজ হলেও বামেদের উপজাতি ভোট ব্যাঙ্ক নিয়ে সন্দেহ থাকার কোন অবকাশ নেই।

রবিবার বামফ্রন্টের প্রতিনিধি দল মুখ্য নির্বাচন আধিকারীকের কাছে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় দিয়ে ডেপুটেশন প্রদান করেছে। সুষ্ঠ ও অবাধ নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে বামেরা। প্রতিনিধি দলে ছিলেন গৌতম দাশ, রঞ্জিত মজুমদার, দিপক দেব, শ্যামল রায় এবং বিজন ধর। এবিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বামফ্রন্টের আহ্বায়ক বিজন ধর বলেন, সুষ্ঠ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি মুখ্য নির্বাচন আধিকারীক রক্ষা করতে পারেননি। তাঁর দাবি, ভোটে ব্যাপক রিগিং এরাজ্যের মানুষ আগে কখনো দেখেনি। তাই পূর্ব আসনে ভোটারদের মধ্যে সাহস জোগাতে এবং অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচনের জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মুখ্য নির্বাচন আধিকারীকের কাছে দাবি জানিয়েছি। বিজনবাবুর কথায়, মিজোরামে ভোট পর্ব সাঙ্গ হয়েছে। তাই সেখান থেকে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী এনে শান্তিপূর্ণ ভোট পর্ব সম্পন্ন করার পরামর্শ দিয়েছি।

বিজন ধর বলেন, মুখ্য নির্বাচন আধিকারীক অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচনের আশ্বাস দিয়েছেন। তবুও, আশ্বস্ত হতে পারেনি বামফ্রন্ট। তাই, পূর্ব আসনে ভোটারদের দলবদ্ধভাবে ভোট দিতে আসার আহ্বান জানিয়েছেন বিজন ধর। তাঁর মতে, পূর্ব আসনের ভোটারদের মেজাজ অন্যরকম। তাই, কমিশন যথাযথ ব্যবস্থা না নিলে ভোটারদের বলব প্রতিরোধ গড়ে এগিয়ে যান। তাঁর সাফ কথা, যদি কামান নিয়ে আসে তাহলে কামান দিয়ে, যদি বন্দুক নিয়ে আসে তাহলে বন্দুক দিয়ে প্রতিরোধ করুন। কারণ, তিনি আশঙ্কা করছেন, পশ্চিম আসনের মতোই পূর্ব আসনেও ভোট প্রহসনে পরিণত করার চেষ্টা হবে। এদিন, বিজন ধরের কথায় স্পষ্ট পূর্ব আসনে বিনা লড়াইয়ে এক চুল জমিও ছাড়বে না বামেরা। ফলে, ভোটে রিগিংয়ের পরিস্থিতি হলে পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে গিয়ে চরম পদক্ষেপ নিতেও পিছপা হবেন না তাঁরা।

একইভাবে কংগ্রেসও ঐক্যবদ্ধভাবে ভোটারদের ভোট দিতে যাওয়ার আহ্বান রেখেছে। সাংবাদিক সম্মেলনে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে বিভাজন সৃষ্টি করছে কংগ্রেস ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল ।। বিভাজনের রাজনীতি করছে কংগ্রেস। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে পিসিসির সভাপতি প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মাকে এই ভাবেই বিঁধেছেন বিজেপি বিধায়ক ডাঃ দীলিপ দাস। পাশাপাশি বিদ্রুপ করে বলেন, কংগ্রেস স্বপ্ন দেখছে লোকসভা নির্বাচনের পর তাঁরা এ রাজ্যে সরকার গঠন করবে।

এদিন ডাঃ দাস বলেন, পিসিসি সভাপতি প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মণ এবং এআইসিসির সভাপতি রাহুল গান্ধী রাজ্যের মানুষকে বোকা বানাচ্ছেন। লোকসভা নির্বাচনের পর রাজ্যে সরকার গঠন করা দিবা স্বপ্ন দেখছেন তাঁরা। ডাঃ দাসের অভিযোগ, কংগ্রেস এ রাজ্যে বিভাজনের রাজনীতি করছে। তাঁরা বিজেপি কর্মীদের বিভ্রান্ত করা জন্য নানা ফন্দি এঁটেছেন। তবে, তাঁরা অতীত অভিজ্ঞতায় পরীক্ষিত। তাই রাজ্যবাসী তাদের প্রত্যাখান করবেন বলে তিনি প্রত্যয় ব্যাক্ত করেছেন।

এদিকে, রবিবার বিজেপির এক প্রতিনিধি দল মুখ্য নির্বাচন আধিকারীকের সাথে দেখা করেছেন। তিনি জানান, বিজেপি কর্মীদের উপর ক্রমাগত আক্রমণ করা হচ্ছে। সিপিএম বিজেপি কর্মীদের আক্রান্ত করলেও একাংশ পুলিশ উল্টো বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে। বিজেপি প্রদেশ কমিটির ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইভিএমের বদলে ব্যালট পেপারে ভোট করার দাবি বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল (হি.স.)।। লোকসভা নির্বাচনে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ পর ইভিএমের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলল আম আদমি পার্টি, কংগ্রেস, তেলেগু দেশমের মত বিরোধী দলগুলি। রবিবার রাজধানী দিল্লিতে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করে ইভিএমের বদলে ব্যালট পেপারে ভোট করানোর দাবি তুললেন চন্দ্রবাবু নাইডু, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, কপিল সিব্বাল, অভিষেক মণু সিঙ্ঘভি মত নেতারা।

এদিন তেলেগু দেশম পার্টি সুপ্রিমো তথা অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু বলেন, প্রযুক্তির উন্নতি হলেও ইভিএমের কোনও উন্নতি হয়নি। বিশ্বজুড়ে কয়েকটি দেশেই শুধুমাত্র ইভিএম রয়েছে। জার্মানি এবং নেদারল্যান্ডের মত দেশগুলিতেও ব্যালট পেপারে ভোট হয়। বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা অভিষেক মণু সিঙ্ঘভি বলেন, কোনও রকম যাচাই না করেই কয়েক লক্ষ ভোটারের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছুটি

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে কর্মীদের ছুটি। তাই কাল মঙ্গলবার জাগরণ প্রকাশিত হবে না।

কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা না হওয়ায় ক্ষতি হয়েছে বামেদের : বিমান

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি.স)।। লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের মধ্যে আসন সমঝোতা না হয়ে ক্ষতি হয়েছে বামেদের বলে রবিবার স্বীকার করে নিলেন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু। তিনি বলেন, 'কংগ্রেস আর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মনুতে দুটি মৃতদেহ উদ্ধার ঃ চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল ।। রবিবাসরীয় সকালে মনুতে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। বেলা গড়িয়ে দুপুর হতেই আরও একটি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে মনুতেই। স্বাভাবিক ভাবে সমগ্র মনু জুড়ে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

জানা গেছে, এদিন সকাল ৭টা নাগাদ মনু থানাধীন জারুল ছড়া বৈল্লাকুমার রোয়াজা পাড়া রেল লাইনের ধারে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, রেল লাইনের পাশ দিয়ে স্থানীয় জনগণ যাওয়ার সময় এক ব্যক্তির মৃতদেহ দেখতে পেয়ে থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ছুঁটে গিয়ে ওই মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত্য ব্যক্তির নাম শ্যাম কুমার ত্রিপুরা (৩৮)। তার বাড়ি বৈল্লাকুমার রোয়াজা পাড়া এলাকাতেই। প্রাথমিক ভাবে পুলিশ এটি একটি খুনের ঘটনা বলে অনুমান করছে। মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় পুলিশ একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে, দুপুর ১.৩০ মিনিট নাগাদ ৮নং জাতিয় সড়ক থেকে ১৫০ মিটার পূর্বে করমছড়া সুকনাছড়ায় এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। স্থানীয় জনগণ মৃতদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত্য যুবকের নাম মিঠুন দাস (৩০)। মনু পার্কিং এলাকায় তার দোকান রয়েছে। তার মৃত্যুর প্রকৃত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাস চালককে প্রাণ নাশের হুমকি থানায় ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল ।। চন্দ্রপুর আইএসবিটিতে স্কুলবাস চালক কালীপদ ঘোষকে মারধর ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার ঘটনায় অভিযুক্ত - লিটন মিঞাকে গ্রেপ্তারের দাবিতে আগরতলা পূর্ব থানায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদেশভ্রমণ নিয়ে ব্যস্ত প্রধানমন্ত্রী দেশের কথা ভাবেন কখন, খোঁচা প্রিয়াঙ্কার

রবিবার শিলচরে রোড শো করছেন কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধি। ছবি- নিজস্ব।

শিলচর (অসম), ১৪ এপ্রিল (হি.স.)।। দক্ষিণ অসমের শিলচরে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদরার রোড শো বেশ সাড়া ফেলেছে। রোড শোয়ের মাঝে মাঝে অনুষ্ঠিত পথসভায় সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়েছেন তিনি। পথসভাগুলিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনা করে বিজেপি প্রার্থীকে ভোট না দিয়ে কংগ্রেস প্রার্থী সর্বভারতীয় নেত্রী সুস্মিতা দেবকে বিজয়ী করার আহ্বান জানান প্রিয়াঙ্কা।

মর্যাদা সম্পন্ন শিলচর আসনে সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী তথা দলীয় প্রার্থী সুস্মিতা দেবকে দুহাতে ভোট দেওয়া আপিল জানান প্রিয়াঙ্কা। রবিবার সকালে নির্ধারিত সময় কুম্ভীরগ্রাম বিমানবন্দরে অবতরণ করেন সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান প্রার্থী সুস্মিতা দেব-সহ কেন্দ্রীয় নেতা অসমে নির্বাচনি পর্যবেক্ষক হরিশ রাওয়াত, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা, প্রাক্তন মন্ত্রী অজিত সিং প্রমুখ বহুজন। বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে কুম্ভীরগ্রাম, শালগঙ্গা হয়ে মিছিল করে এগিয়ে চলেন শিলচরের উদ্দেশ্যে। রাস্তায় উধারবন্দে কাঁচাকান্তি মন্দিরে ঢুকে মায়ের পুজো দেন প্রিয়াঙ্কা।

উধারবন্দ থেকে আসার পথে রাস্তার দু পাশে উপস্থিত জনতাকে হাত নেড়ে অভিবাদন জানান তিনি। যথাসময় শিলচর পৌঁছে খোলা গাড়িতে প্রার্থী সুস্মিতা এবং হরিশ রাওয়াতকে নিয়ে ক্লাবরোড থেকে শুরু করেন রোড শো। প্রিয়াঙ্কার খোলা গাড়ির আগে পিছে, দু-ধারে অজস্র জনতা অংশগ্রহণ করেছেন।

রোড শো-এর সময় কয়েকটি জায়গায় পথসভায় ভাষণও দিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। প্রতিটি ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সমালেচনা করেছেন তিনি। মোদী সরকার কংগ্রেস প্রচলিত বহু জনমুখি প্রকল্প বন্ধ করে দিয়েছে। মোদী ভ্রষ্টাচারী, ধনী ব্যবসায়ীদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৫ ◻ সংখ্যা ১৮৫ ◻ ১৫ এপ্রিল ২০১৯ ইং ◻ ১ বৈশাখ ◻ সোমবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

নববর্ষে অঙ্গীকার

১৪২৬ বঙ্গাব্দের যাত্রা শুরু হইল নানা ঘটনা বহুলতার মধ্য দিয়া। এই নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর জন্য অতীতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন হইত। বাংলা নববর্ষকে আগের মতো বরণ করা হয় না। আজকের ইন্টারনেটের যুগেও বাংলা পঞ্জিকার কদর কমে নাই। বরং দেখা যায় পঞ্জিকার প্রয়োজনীয়তা নতুন ভাবে অনুভুত হইতেছে। আজ ইংরেজী নববর্ষকে নিয়া যতখানি মাতামাতি করা হয় বাংলা নববর্ষ হয় নমঃ নমঃ করিয়া। তাও নিতান্ত বাঙালী অধ্যুষিত এলাকায় বঙ্গাব্দকে স্মরণ ও বরণ করিতে দেখা যায়। আসলে ইংরেজীর দাপটে বাংলা ম্রীয়মান। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ইংরেজী আধিপত্য বাড়িয়াছে। বাংলা তারিখ ক'জন বাঙালী বলিতে পারিবেন। প্রতি মুহুর্তে বাঙালীরাও ইংরেজী মুখী হইয়া আছেন। শুধু ইংরেজী নহে হিন্দীর দাপটও বাংলাকে একেবারে দাবাইয়া রাখিয়াছে। বাঙালীরা নিজের ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা বোধ হারাইতেছেন। বহু বাঙালী নিজেদের বাঙালী বলিয়া পরিচয় দিতে চান না। বাংলায় কথা বলেন না। মাতৃভাষার প্রতি এমন অনাদর অবহেলা দিনে দিনেই বাড়িতেছে। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও অন্যান্য স্থানে বাঙালী মানুষও বাংলা বর্ষ বরণ তেমন ভাবে পালন করেন কিনা সন্দেহ দেখা দিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে এখন চলিতেছে হিন্দীর আগ্রাসন। মাতৃভাষার এমন শোচনীয় পরিস্থিতি বোধ হয় অন্য কোনও ভাষার ক্ষেত্রে আছে মনে হয় না। বাংলাদেশে বাংলা নববর্ষ পালিত হয় নানা অনুষ্ঠানে। সে দেশে বন্দিত হন রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম সহ বাংলা সাহিত্যের দিকপালরা। কিন্তু বাংলা বছর শুরুর দিনটি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ফারাক আছে। সোজা কথায়, বাংলা ভাষা, বাংলা বছর নানা ভাবে উপেক্ষিত। এই উপেক্ষার কারণেই বাংলা আজ মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না।

মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলার ঘটনা দিনে দিনেই বাড়িতেছে। মাতৃভাষা বাংলা কিন্তু বাংলায় পড়িতে লিখিতে পারেন না এমন সংখ্যা ক্রমেই পাল্লা দিয়া বাড়িতেছে। শিক্ষিত মা বাবারাও গর্ব করিয়া জানান যে তাঁহাদের ছেলে বা মেয়ে অনর্গল ইংরেজী লিখিতে পড়িতে পারে কিন্তু বাংলা লিখিতে পড়িতে পারে না। বাঙালী মাত্রেই লজ্জা বোধ করা উচিৎ। মাইকেল মধুসুদন দত্ত বাংলাকে তুচ্ছ করিয়া ইংরেজী সাহিত্যের সাধনা করিয়াছেন। কিন্তু ব্যর্থ মনোরথে ফিরিয়া আসিয়া বাংলা সাহিত্যের সাধনায় লিপ্ত হন। তিনি অমূল্য রতন বাংলা সাহিত্যকে উপহার দিয়াছেন। বাংলার মধ্যেই লুকাইয়া আছে অমূল্য রতন। যে বাংলা সাত্যিকার অর্থে বিশ্ব জয় করিয়াছে সেই বাংলাকেই আজ বিস্মিৃতির অতলে তলাইয়া দিবার চেষ্টা হইতেছে। বাংলাই দেশকে পথ দেখাইয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঙালীদের অবদানই বেশী। বাংলার মাটিতেই মণিষীদের আভির্ভাব ঘটিয়াছে। কিছু অতি স্বার্থপর বাঙালী অংশের মানুষই বাংলার গরিমাকে বিনষ্ঠ করিতে উদ্যত হইয়াছে। আজ সময় আসিয়াছে। বাংলাই আবার পথ দেখাইবে। বাংলার ভাষা, কৃষ্টি সংস্কৃতিই পারে নতুন আশার আলো জ্বালাইতে। আজ ১৪২৬ বঙ্গাব্দের এই যাত্রা লগ্নে বিশ্বে শান্তির জয়গান ঘোষিত হইবে। বাঙালী জাগিলেই যেন ভারত জাগে। বার বার তাহার প্রমাণ মিলিয়াছে। নববর্ষ বরণ অনুষ্ঠান নতুন প্রাণের ছোঁয়ায় আন্দোলিত হইলেই বাংলা আবার স্বমহিমায় জাগিয়া উঠিতে পারে।

বর্ষশেষের সন্ধ্যায় ঘরের মাঠে সিএসকে হারাতে মরিয়া নাইট শিবির

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : বাংলার নববর্ষের আগে বর্ষশেষের সন্ধ্যায় ঘরের মাঠে সিএসকে হারাতে মরিয়া নাইট শিবির। ফিরোজ শা কোটলায় দিল্লির কাছে হেরে শুক্রবার ইডেন গার্ডেন্সে বদলার ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল নাইটরা। যদিও সেই ম্যাচে যোগ্য জবাব দেওয়া হয়নি। খাতায়-কলমে রবিবাসরীয় ক্রিকেটের নন্দনকাননে আরও এক 'বদলার ম্যাচ' নাইট সেনানীদের।

চিপকে ৭ উইকেটে পরাজয় এখন টাটকা। সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই সেই হারের মধুর বদলা নেওয়ায় সুযোগ কিং খানের দলের সামনে। বর্ষশেষের দিন, তার উপর রবিবার। ইডেন যে কানায়-কানায় পূর্ণ থাকবে, প্রত্যাশা করাই যায়। টানা দু'ম্যাচে হার। তাই গ্যালারি ভর্তি সমর্থকদের সামনে জয়ের সরনিতে ফিরতে বদ্ধপরিকর পার্পল ব্রিগেড। এই মুহূর্তে লিগ টপার সিএসকে'র সঙ্গে সার্বিক পরিসংখ্যানে পিছিয়ে থাকলেও ঘরের মাঠে জয়ের নিরীখে একটু হলেও পাল্লা ভারি নাইটদের। কলকাতায় এযাবৎ ৭ বার মুখোমুখি হয়েছে দুই দল। যার মধ্যে ৪ বার জয় পেয়েছে শাহরুখের দল। কিন্তু নাইটরা টানা দু'ম্যাচ হেরে যখন রবিবারের ম্যাচে যখন শুরু করবে, তখন মাহির নেতৃত্বাধীন চেন্নাই শুরু করবে টানা চতুর্থ ম্যাচ জয়ের লক্ষ্যে।

রবিবাসরীয় ইডেনে সেই রাসেলে ভরসা রাখলেও রাসেল নির্ভরতা ছেড়ে বেরোতে চাইবে কার্তিকের দল। দলে সম্ভবত ফিরছেন নারিন। তবে ফ্লুয়ের কারণে লিনের খেলা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। লিন দলে ঢুকলে সেক্ষেত্রে গত ম্যাচের একাদশ থেকে বাদ পড়বেন ডেনলি ও ব্রাথওয়েট। সবমিলিয়ে রবিবাসরীয় বিকেলে লিগ টেবিলে এক বনাম দুইয়ের এক জমজমাটি লড়াইয়ের অপেক্ষায় ক্রিকেটের স্বর্গোদ্যান।

কাঠুয়ার জনসভা থেকে একযোগ পিডিপি, কংগ্রেস, ন্যাশনাল কনফারেন্সের বিরুদ্ধে তোপ নরেন্দ্র মোদীর

কাঠুয়া, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়ায় রবিবার নির্বাচনী জনসভা থেকে নাম না করে ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং পিডিপির বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি জালিয়ানওয়ালা বাগ স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানাতে উপ-রাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডুর সঙ্গে না যাওয়ার জন্য পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা ক্যাপ্টেন অমরেন্দ্র সিং-এর নিন্দাতেও মুখর হয়েছে প্রধানমন্ত্রী। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ভাল ফল করার বিষয়ে আশাবাদী তিনি। এই বিষয়ে কাঠুয়ার জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ তুলনায় ২০১৯-এ বিজেপির ঢেউ গোটা দেশে আরও বেশি শক্তিশালী হয়েছে।

এদিন একযোগ নাম না করে ন্যাশনাল কনফারেন্স, পিডিপির বিরুদ্ধে তোপ দেগে নরেন্দ্র মোদী বলেন, দুইটি পরিবার তিনটি প্রজন্ম ধরে জম্মু ও কাশ্মীরকে ধ্বংস করে ছেড়েছে। এদের অপসারণ করলে রাজ্যের উজ্জ্বল ভবিষ্য নিশ্চিত হবে। জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য পৃথক প্রধানমন্ত্রীর দাবি তুলে জনগণকে ভয় দেখাচ্ছে বিরোধী দলগুলি। ভারত থেকে কোনও ভাবেই কাশ্মীরকে ভাগ হতে দেবেন বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি শনিবার পঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালা বাগ স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানাতে উপ-রাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু সঙ্গে না গিয়ে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর সঙ্গে যাওয়ার জন্য পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরেন্দ্র সিং-এর নিন্দায় এ দিনের জনসভায় মুখর হন নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, ক্যাপ্টেন অমরেন্দ্র সিং-এর দেশভক্তি নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু পরিবার ভক্তি (গান্ধী পরিবার) জন্য তাঁর উপর চাপ তৈরি করা হয়েছিল। কংগ্রেস পরিবারের প্রতি ভক্তি দেখানোর কাজে ব্যস্ত ছিলেন বলে ওই অনুষ্ঠান বয়কট করেছিলেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী। দেশের উপ-রাষ্ট্রপতিকে উপেক্ষা করে নামদারের (রাহুল গান্ধী) সঙ্গে জালিয়ানওয়ালা বাগে গিয়েছিলেন। প্রকৃত দেশভক্ত সঙ্গে পরিবার ভক্তের এটাই পার্থক্য।বালাকোটের এয়ারস্ট্রাইক নিয়ে কংগ্রেসের সন্দেহকে কটাক্ষ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় সেনা জওয়ানদের বীরত্বকে কোনও দিন বিশ্বাস করেনি কংগ্রেস।

বাঙালী জীবনে স্বর্ণ সম্ভারের গয়না

চূড়ামণি হাটি

মরকত-সবুজ ম্যালকাইট, মরচে লাল হিমাটাইট দিয়ে দেহ ও গুহার দেওয়াল রঙিন করা। ম্যালকাইটে লুকিয়ে থাকা তামার সন্ধান পেয়েছে এবং হিমাটাইয়ে মিলেছে লোহার সন্ধান। কোনওভাবে আগুনের সামনে পড়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। একই সঙ্গে মানুষ দেখেছে এ ধাতু কারও গায়ে চাপিয়ে এখটু অন্যভাবে নিজেকে মেলে ধরা সম্ভব। চারিত্রিক ব্যঞ্জনার প্রকাশ ঘটানোও সম্ভব। একমসয় ধনী বাড়ির বধূর নথের গড়ন সাধারণ বাড়ির বধূর নথের গড়নের থেকে বড় হতো যেন আভিজাত্যের ইঙ্গিত। কিন্তু বর্তমানে হালকা গয়নাতেই বেশি আগ্রহ। ভারী মোটা গয়নাগুলি ক্রমে সূক্ষ্ম হয়েছে। চিন্তাভাবনার ক্রমশ বদল। যেমন, রঙিন ভেলবেট কাপড়ে বসানা জয়রা কিংবা ডামন কাটা চিক-এর ঢল আজ আর তেমন নেই। এসেছে গলার সঙ্গে চেপে বসে থাকা চোকার। সোনা-রূপোর মতো মূল্যবান ধাতুর পাশাপাশি দীর্ঘদিন তাচ্ছিল্যের বস্তু হয়ে গুরত্ব বাড়ছে ডোকরা -পুঁতি-পোড়ামাচির গয়না। কিন্তু একটু অন্য রূপে অন্যভাবে। ঝিনুক-কড়ির সাজও যে কতটা মন ভোলাতে পারে তা না দেখলে বোঝার উপায় নেই। গয়নার প্রতি ভালোবাসা কিংবা সামাজিক-মাঙ্গলিক সংস্কারকে গয়নার মোড়কে আশ্রয় দেওযার রীতি বেশ প্রাচীন। দক্ষিণ আফ্রিকার ওয়েস্টন কেপে অবস্থিত ব্লমবোস গুহায় পাওযা গেছে প্রায় সত্তর হাজার থেকে এক লক্ষ বচরের পুরনো লালচে হদলে রঙের শামুক জাতীয় প্রাণীর খোল এবং তা সযত্নে ছিদ্র করা। পঁয়ত্রিশ হাজার খ্রিস্ট পূর্বাব্দে তৈরি জার্মানিতে প্রাপ্ত আড়াই ইঞ্চির মতো ছাট্ট পাথরে ফুটিয়ে তোলা মুণ্ডহীন গর্ভবতী নারী রূপ লকেট এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৬০ সালে আড়াই সেমি লম্বা ন'হাজার পাঁচশ খ্রি.পূর্বাব্দের তামার অলঙ্কার মেলে পূর্ব ইরাকে কানিভার গুহায়। মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত তিনহাজার পাঁচশ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের সিলমোহরে খোদাই করা আছে সিং-মুকুট। বাংলার প্রাচীনতম জনবাসতির সন্ধান মিলেছে বেড়াচাপায় অবস্থিত চন্দ্রকেতুগড় প্রত্ন খননে। চারশ থেকে আটশ খ্রিস্টপূর্বের সভ্যতা। পোড়ামাটির মূর্তির সাজ কিংবা পোড়া মাটির পুঁতি-লকেট বাংলার গয়না শিল্পকে এবং আলঙ্করারিক ভাবনাকে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছে। খ্রিস্টপূর্বের তাম্রলিপ্ত সভ্যতাও কম যায় না। উভয় স্থানেই পাওয়া গেছে গা-ভড়া গয়না নিয়ে দক্ষিণী মূর্তির আলঙ্কারিক সাজ। ছাঁচ নির্মিত মূর্তি ভাবনা। বলাবাহুল্য ছাঁচের ব্যবহার শুরু শুঙ্গ যুগে। কুষাণ যুগে দু-পিঠ ছাঁচের প্রচলনের সূত্রপাত। প্রাচীন অনুসন্ধানে ধাতু মলের সন্ধান মিলেছে, অর্থাৎ ঝাতুকেও মানুষ নানাভাবে কাজে লাগিয়েছে। কৃষি যন্ত্রপাতির পাশাপাশি তালঙ্কার পিল্লেভা। পীতাভ তৈল স্ফটিকে আকর্ষণ। সোনাও তামা মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। নাভির নীচে সোনার ব্যবহার ছিল না। এক্ষেত্রে রূপার গয়না গুরুত্ব পেত। মূল্যবান পাথর সহ সোনার দুলের উল্লেক আছে সপ্তম শতাব্দীতে চিনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বর্ণনায়। কথিত আছে, খ্রিস্টিয় দশম শতকে অযোধ্যায় নিকটবর্তী রামগড় থেকে সনক আঢ্য সহ কয়েকটি পরিবার ব্যবসার জন্য স্বর্ণগ্রাম তথা বাংলাদেশের সোনার গাঁওতে আসেন। অবশ্য সোনার গাঁও নামকরণের পিছনে আর একটি যুক্তি দেওয়া হয়। ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দ নাদাগ বাংলার বারো ভুঁইয়ার অন্যতম স্বাধীন জমিদার ঈশা খাঁ তাঁর সঙ্গিনী সোনা বিবির নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এ নামকরণ। বলাবাহুল্য, বৈদিক যুগ থেকেই স্বর্ণকার-মণিকারের অস্তিত্ব আছে। স্বর্ণকার তথা স্বর্ণশিল্পীরা জাতিতে শুদ্র হলেও সুবর্ণ বণিকরা বৈশ্য। আদিবাসী সমাজে সোনা নয়। লোহা-তামা-পিতলের ঝোঁক। ওই ধাতুলিই সাধ্যের মধ্যে। রূপোর ব্যবহারও খুবই কম। রঙিন পাথর কেটে পুঁতি তৈরি করে। খুঁজে নেয় পাখির পালক এবং বনের ফুল সূক্ষ্ম গড়ন নয়। প্রকৃতির রূপই প্রধান। কাঠ-বাঁশ দিয়ে তৈরি করে নেয় চিরুণি। সযত্নে মাথায় গুঁজে নেয় ফুল কিংবা চিরুণি। খুব বেশি হলে রূপোর পান পাতা দিয়ে মোড়া খোপাটি সাজিয়ে নেওয়া। ছেলেরা ধাতুর লকেট সুতোয় বেঁধে পরে। সঙ্গে কানের এবং বালা। মালাহার সম্প্রদায়ের ডোকরা শিল্পীদের তৈরি অলঙ্কারগুলি এক প্রকার নিজস্ব ভঙ্গীকে সুন্দর। মোম গলানো ঢালাই রীতিতে তৈরি। পায়ের ঘুঙুর, ঘুঙুর বাঁধা মাথায় কাঁটা, বালা , অঙ্গুরীয়, ঝুমকো কানের তৈরিকে দক্ষ। পুরনো পিতল ও দস্তার অপূর্ব মিশ্রণে তৈরি এ গহনা। একসময় ডোকরা-কামাররা গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। যাযাবর জীবন থেকে মুক্তি নিয়ে স্থায়ী বসতি করে অনেকেই নিত্যনতুন ভাবনায় মন দিয়েছেন।

আর্ট কলেজের ছাত্র ও ফ্যাশান ডিজাইনারদের হাত ধরে ঠাকুর-দেবতাও অন্যভাবে সেজে উঠেছে। আর যাদের দেবতা মূর্তি গড়ার কাজ তার নতুনত্বে সন্ধানে মাটির নানা ধরনের গয়না তৈরিতে আগ্রহ দেখাচ্ছে। পোড়ামাটির গহনা। প্রয়োজনে রঙ করা এবং রঙিন কাঁচ বসানো। বিশ্ব সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটু অন্যভাবে সাজা। একদিকে সামাজিক শৃঙ্খলা আর অন্যদিকে অভিনবত্ব আনার চেষ্টা। এ দুয়ের মধ্যে সঙ্গতি রেখে এগিয়ে চলেছে সভ্যতা। কিন্তু বেশ কিছু সংস্কারের চিহ্ন আজও হারিয়ে যায়নি। যদিও ধীরে ধীরে অনেক কিছুই হারাতে বসেছে। ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত এমন

কিছু বস্তু আছে, যা ধারণ করতে হয়। বৃদ্ধিস্ট উত্তরবঙ্গে ভুটিয়া-লেপচারা ধাতু নির্মিত পাথর বসানো চৌকো বাক্স জাতীয় লকেট ব্যবহার করে। যেমন মাদুলি এবং তাবিজের মতো মন্ত্রপুত কবচ কালো কার্ড, লাল কার্ড বা সাদা সৈতের সাহায্যে কোমরে কিংবা গলায় বা হাতে ধারণ করতে হয়। মনে করা হয় 'মাদল' গড়ন তেকে 'মাদুলি' শব্দটি এসেছে। দিন দিন মাদুলির চেহারার বদলও ঘটেছে। মুড়কি, মাদুলি বেশ জনপ্রিয় ছিল। মাদুলি ভরাট হতো আঁচ-উনুন পার্শ্ববর্তী দেওয়ালের ধোঁয়া খাওয়া মাটি দিয়ে কিংবা মোম দিয়ে কিংবা ঠাকুর থানের মাটি। পীরে মন্ত্র দেওয়া তাবিজ আর মঙ্গলচণ্ডী বা শিবের মাদুলি প্রায়স শরীরে বাঁধা থাকত। কাপালিকেরা গলায় পরত হারের মালা। তুলসীর মালা, বেলের মালা, রুদ্রাক্ষের মালা পরার চল একটি বিশেষ শ্রেণির মধ্যে আছে। নবদ্বীপের গোকুল সম্প্রদায় দেহে মাঙ্গলিক ছাপ মারেন। বিবাহিত হিন্দু রমণীদের সতীত্বের চিহ্ন হল শঙ্খ। বলয় শাঁখা জোড়া। সৌভাগ্য আনয়নকারী মাঙ্গলকি চিহ্ন বটে। সিঁথির সিঁদুরও তাই। মধ্যযুগে 'কুলনিয়া' অর্থে খিল দেওয়া শাঁখার চল ছিল। সোনা পাতে শাঁখা বাঁধানো। বিয়ের গয়না হিসাবে মন কেড়েছে। বলাবাহুল্য বিয়ের অনেক আগে থেকেই মেয়ারা ভাবতে থাকে বিয়ের গয়না কেমন হবে। কুপ্রস্তাব যাতে কানে না ওঠে। এজন্য কুমারী মেয়েদেরকানে গয়না পরানোতে লৌকিক বিশ্বাস রয়েছে। আইবুড়ো-নোয়া পড়তে হয় ভাইদের মঙ্গল কামনায়। 'নোয়া' শব্দটি আসলে 'রোহা' শব্দটির গ্রাম্য রূপ বা উচ্চারণ। লোহা দিয়ে পাঁচ দাতুর নোয়ার প্রচলনও আছে। শাশুড়ির দোওয়া নোয়া। আজকের দিনে নোয়ায় সোনার পাত বসানো হচ্ছে। ডান কানে সোনা পরার রীতি আছে হিন্দু সধবাদের। লৌকিক বিশ্বাস, সোনায় ধাক্কা লাগা নিশ্বাস স্বামীর গায়ে পড়লে স্বামীর মঙ্গল হয় এবং মেয়ের মনও শান্ত থাকে। কিন্তু প্রাচীন বারতীয় নারী মূর্তিগুলি একথা সমর্থন করে না। একসময় বলা হতো কেমরে ঘুনসি না পরলে হজমে সমস্যা হবে। এজন্য কৈবত ঘর থেকে আনা হত লোহার জালকাঠি। এছাড়া কালো কার্ডে গাঁথা হত রূপোর মটর দানা বা টুর, মড়া ঘরে ছড়ানো পয়সা, গিনি, হাকরুল ফল প্রভৃতি। গর্ভবতী নারী সন্তানের মঙ্গল কামনায় এক সময় দু'পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের পাশের আঙ্গুলটিতে আঙ্গুল-চুটকি পরত । এ এক ধরনের আংটি বিশেষ। আবার এও বলা হত সন্তানের মায়ের গলা খালি। থাকলে সন্তানের অমঙ্গল হয়। বেশ বয়সের মেয়েদের পছন্দের হার ছিল মুক্তোর মালার বন্ধনে তৈরি নক্ষত্রমালা। চুনি বা মুক্তো ঝোলানো নখও ছিল বেশ প্রিয়। প্রবাদে আছে 'কুটুমের মধ্যে শালা/গয়নার মধ্যে বলা/ সাজের মধ্যে মালা/ বাসনের মধ্যে থালা'/ সেঁজুতি ব্রতেও সোনার বাল প্রার্থানা করে বলা হয়েছে, 'আমি দিলাম তোমায় পিঁটুলির বালা/ তুমি দাও আমায় সোনার বালা'। ভারি এবং কলসির কানার মতো দেখতে। 'বলয়' থেকে 'বালা' শব্দটি এসেছে। পাশাপাশি পায়ে নূপুর পরার ইচ্ছাটিও কম ছিল না। হংস-নূপুর, মঞ্জির-নূপুর এরকম নানা নাম। মূল্যবান পাথর বা গ্রহরত্ন মানুষের বাগ্য-চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে বলে অনেকেরই বিশ্বাস। দরিদ্র শ্রেণি কাঁসা-রূপোর গহনাতেই মন ভোলাতো। দুর্লভ সর্পমণি নিয়ে ছড়িয়ে আছে লৌকিক গল্প। বলা হয় এমনি হলেও সাত রাজার ধন। চারটি পাপড়ি মেলা টুকরো টুকরো সোনার ফুলকে যত্নেই বসন্তভূতি জাগিয়ে তুলত। পাশাপাশি গুরুত্ব পেয়েছে নকশা কাটা প্রজাপতি, ময়ূর, সাপ তথা বিশ্ব-রূপ। সূক্ষ্ম তারের কাজ গুরুত্ব পেলো মধ্যযুগে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। মিনা করে রঙিন নাম লেখার প্রথাও এলো এ সময়। একসময় ঘোড়ার ঘাড়ের লোমে কাচের ধুকধুকি প্রচলন ছিল। রঙিন কাচের চূড়ির উপর জোর দিয়েছিল ব্রিটিশরা। ডায়মন্ড কাটা চুড়ি, টায়রা ওই রকম কিছু সাবেহি গয়নারও উদ্ভব ঘটল। ব্রিটিশ আমলে হ্যামিলটন কোম্পানি এনেছল ঢাতকনাওয়ালা লকেট ও আংটি। এক সময় ধনী বাড়ির মেয়েরা বেশ বাইরে আসতেন না। অ ন্দ ব. ম ে হ ে ল সাধু-সন্ন্যাসী-জ্যোতিষীদের পাশাপাশি প্রয়োজনে স্যাকরার ডাক পড়ত। অধিকাংশ ধনী বাড়িণ থাকত বিস্বস্ত স্যাকরা। নিখাদ স্বর্ণ নির্দিষ্ট তাপে তরল করে খাদ মিশিয়ে মোমের উপর ছোটো ছোটো অংশে মেলে ধরে ধীরে ধীরে কাঙিক্ষত রূপ ফুটিয়ে তোলা হয় নানা যন্ত্রের সাহায্য নিযে। প্রতিমাকে অলহকৃত করতে খাঁচা মাটির বড় বড় গয়নার উপর অপূর্ব নকশা কাজও এক সময় দর্শককে মুগ্ধ করত। শোলার সাজও নজর কাড়ে। ধানের মালা তৈরিও হয়েছে। রং-বেরঙের ঝিনুক, যাড়ের নখ, হরণের তাঁদ, পাখির ঠোঁট, কচ্ছপের খোল, শঙ্খ, ফুল-পলের বিচিত্র গয়না তৈরির উপকরণ হয়েছে। মোষের রঙিন মুকুট। রঙিন সুতো দিয়ে বাধা ডোকরা-লকেট শহুরে সংস্কৃতিকেও আকৃষ্ট করে এক প্রকার আদিম বা গ্রাম্য রসে। কাঠ, বাঁশ, বেত দিয়েই তৈরি হচ্ছে নানা ধরনের গহনা। মূলত, মেয়েদের গয়নাই বেশি গুরত্ব পেয়েছে। তারপরই চোটদের গয়না। পুরুষদের গয়না সংখ্যা কম। পুরুষ দেহে কোমর পর্যন্ত বিস্তৃত সাদা হারের বেশ চল ছিল। ডান হাতে ওপর দিকে কেয়ুর বাজ, ওপর কানে মাকরি, মাথার মুকুট এই ধরনের কয়েকটি গয়নার ব্যবহার। সাধারণ হার, আংট, মুক্তো-সোনার বোতাম; ওই গুলি তো রয়েইছে। নৃত্যে ব্যবহৃত রায়বেঁশে নুপুর-ঘুঙুরের কথাও উল্লেখ করতে হয়। দেবতাদের আট লহরের হারকে বলা হয় ইন্দি ছন্দ। বলাবাহুল্য লহরের সংখ্যা অনুসারে হারের নানা নাম হত। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্য ও চণ্ডীমঙ্গল কাবে সাতলহরী হার তথা শাতেশ্বরীর বা সাতেসরীর উল্লেখ আছে। কাঠ উপনিষদ-১/১৫ মতে ধর্মরাজ যম নচিকেতার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে যে হার উপহার দিয়েছিলেন, তার নাম সৃঙ্কা। কালীঘাটের কালীর সাবেকি ছবিতে নামো হাতের গহনাটির নাম বিজটা-বন্ধন। পঞ্চ বর্ণ পুষ্প নিয়ে আজানুলম্বিত কৃষ্ণে মালাকে বলা হয় বৈজয়ন্তী। বাংলার মন্দিরগুলিতে কালী আর রাধাকৃষ্ণের অলঙ্কারই যেন বেশি। বলাবাহুল সংবাদপত্রে বিগ্রহের সোনা চুরির খবরও কিন্তু কম বেরোয়নি। এমনকি বেশ্যা ঘরে চুরি করা সোন পৌঁছে যাওয়ার খরও ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ১১ ডিসেম্বরের সমাচার দর্পণে আছে।

তবে দেবতার মন্দিরে ফুলের সাজ বেশ গুরুত্ব পায়। বিয়ের মতো মাঙ্গলিক কাজেও ফুলের সাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় তার রূপ ও গন্ধে। রজনীগন্ধা, বেল ,যুঁই, গন্ধরাজ, শেফালি এই ধরনের সাদা ফুলের গয়না সহজেই মন কেড়ে নেয়। সঙ্গে মালাকার সম্প্রদায়ের তেলমাখা মাথা হাতের মুঠো আর চিরুণী চালনার কৌশল তৈরি নানা ধরনের খোপায় এক মসয় শোভা পেত সাদা ফুলের গহনা। সাঁওতাল রমণীরা খোঁপারঠিক মাঝখানে কৃষ্ণচূড়া কিংবা রক্তজবা কাঁটার সাহায্যে চুলের সঙ্গে আটকে রাকে। কুঁচ ফুল বা গুঞ্জর মালা পর্বতবাসী শবরদের প্রিয়। সঙ্গে ময়ূরের পালক। কিন্তু গোলাপ ফুলেরসাথে বাংলার সংস্কৃতির যোগ অনেক পরে। যে কারণে অনেক ব্রাহ্মণ পুজোর থালায় গোলাপকে স্থান দিতেন না। কিন্তু আজ এ ফুল বাঙালি সংস্কৃতিতে যেথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। পুতুল খেলা বাল্য বেলায় নানা ধরনের ফুল-পাতা গাঁথার দৃশ্য। সেই চেনা পুতুলের সাতে হারিয়ে গেছে। তবে উৎসব অনুষ্ঠানে সভাপতি বরণে ফুলের মালার ব্যবহার আজও দেখা যায়। পুল পাতার সরল সাজেরসঙ্গে আদিবাসীদের যোগই বেশি ঘনিষ্ঠ। বাংলা ছিল হীরা-মুক্তোর দেশ। একসময় গ্রামের সাধারণ মানুষ মুক্তো চিনত কার্পাস বীজের সঙ্গে মিল খুঁজে। ডালিম ফলের বীজ দেখে চুণি, কুমড়ো ফুল দেকে সোনা, লাউ ফলে দেখে রূপো চিনত। উত্তর রাড়ের নাম ছিল ব্রজভূমি, বজ্র-মণি হলে হীরা। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। মতে পৌন্ড্রকে হীরার সন্ধান মিলত। খ্রিষ্টিয় প্রথম ও চতুর্থ-পঞ্চম শতকে বহির্বণিজ্যের প্রভাবে অভিজাত বিলাসী সৌন্দর্য চেতনায় গহনার উদ্ভব হয়েছিল। সে যাই হোক, ব্রিটিশ শাসন বা কোম্পানির শোষণ থেকে রক্ষা পেতে খনির শ্রমিক, তাঁতি সহ বেশ কিছু শিল্পীগোষ্ঠী নিজস্ব বৃত্তি হারিয়ে চাষের জমির সন্ধানে অরণ্য প্রকৃতির দিকে ঝুঁকতে শুরু করল। তৈরি হলো নতুন নতুন গ্রাম। অরণ্যবাসী আদিবাসীদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের জনসংযোগ তৈরি হল। যার ফলে শিল্পকলা ও একে অপরের মাধ্যমে প্রভাবিত হল। হীরের মতো মূল্যবান বস্তু সাধ্যের বাইরে থাকলেও গ্রাম্য জীবনের হাত ধরে ধাতুর নানা গহনার প্রবেশ ঘটল আদিবাসী জীবনে। গ্রাম্য কামার -স্যাকরারা প্রকৃতির সাথে সংযোগ রেখে তাদের মতো করে এগুলি তৈরি করত। রূপোর হাঁসুলি সাঁওতাল সমাজে বেশ প্রিয়। ঈষৎ বাঁকা এ হার মুঘল সংস্কৃতির দান। মূল্যবান ধাতব অলহকারে শখ না মিটিয়ে, সস্তার বিদেশি ভাবনায় তৈরি অলহকারগুলিও আদিবাসীদের কাছে প্রিয় হয়েছে। বিডের অলঙ্কার তারা বেছে নিয়েছে। বিডের অলঙ্কার হলো ছিদ্র যুক্ত রঙিন কাঁচ, চিনামাটি ও পাথরের অলঙ্কার। আদিবাসী সংস্কৃতি, বহির্বাণিজিরে প্রভাব এসব কিছু নানা সময়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে উদ্ভট কিছু নিয়ে কোনও শিল্পীর নিজস্ব ভাবনা। জমিদার বাড়ির প্রভাব। যার ফলে নানা সময়ে প্রচলিত বাঙালির গয়নার তালিকাটি বেশ বড়। বড় হবেই বা না কেন? আলপনাতেও গহনা। খাবারেও গহনা। মেদিনীপুরের গয়না বড়ির কথা উল্লেখ করতেই হয়। অলঙ্কৃত আলপনা রূপই অবশ্য গয়না বড়ির প্রকৃত সৌন্দর্য। পোস্ত দানা ছড়িয়ে দিয়ে তার উপরে বিউল ডালের এ বড়ি দেওয়া হয়। সাধারণ বড়ির ক্ষেত্রে ুতি-গমছারপিঠ-ই যথেষ্ট। এ এক প্রকার মেয়েদের ইচ্ছা-ভালবাসা। গয়না মেয়েদের এতটাই প্রিয় যে গয়নার সঙ্গে থাকে সুখের স্মৃতি কিংবা বেদনার কাহিনি। পূর্বপুরুষের হাত ধরে বংশপরম্পরায় গয়না বদলের মুহূর্তটি স্মরণীয় হয়ে যায় প্রতি মেয়ের জীবনে। হারিয়ে যাওয়া গহনা ফিরে পাওয়াটাও আনন্দের। যেমন রাসসুন্দরী দাসী তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে পুকুরে হারিয়ে গিয়েছিল নাকের বেশর। অনেক পরে সেই পুকুরের মাটি কেটে পুকুরে ধারে তৈরি হয়েছিল প্রাচীর । আরও অনেক পরে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে সেই প্রাচীর যায় ভেঙে। উঁকি মারল সেই বেশর। এতো একটি বেশর হারিয় যাওয়ার গল্প। চমকে দেওয়ার মতো দল বেঁধে চুরির ঘটনাটি ঘটেছিল পাথুরিয়াঘাটিয় কানাইলাল ঠাকুরের বাড়ির লৌহ-সিন্দুর খুলে। এ বর্ণনা আছে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের প্রভাকর চন্দ্রিকায়।

গয়না হলো প্রিয় বস্তু। তেমনই তার বৈচিত্র্য। চোখে কাজল ঠোঁটে লালক্ষা রস, গয়নাটি সযত্নে পরে নেওয়া একসময় মেয়েরা মাথায় অভ্রকচিত চিরুণি গুঁজে রাখত। নকশা করা সোনা-রূপোর পাত বসানো কিংবা আশীর্বাদ বাক্য লেখা চিরুণি । এখন আর দেখা যায় না। মোষের সিংয়ের য়শোরের চিরুণির পাশাপাশি মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া ও দাসপুরের কয়েকটি গ্রামের তৈরি চিরুণি ও নাম করেছে। দাসপুরের জ্যোৎঘনশ্যাম গ্রামের শিল্পী সজনী সামন্ত তৈরি করেছিলেন, চিরুণির মাথার দিকে লম্বা ফাঁকা জাযগা থেকে ছিদ্রপথে দাঁড় বেয়ে তেল গড়িয়ে আসা তেলকম চিরুণি। মাথার আলঙ্কারিক সাজে গুরুত্ব পেয়েছে চুলের সাজও মুকুট-সিঁথি ময়ূর জাতীয় অলঙ্কার। মূলত বিয়েতেই এখন মুকুটের ব্যবহার, সোলার মুকুট যেমন আছে, তেমনই আছে সোনার জল করা রূপোর মুকুট। রাজমুকুট বললে একটা অন্য ছবি ভেসে আসে। অলঙ্কৃত মাথার পাগড়িও বেশ আকর্ষণীয়। মাথায় গামছা বাঁধা রাখল চেলে হেঁটে যাওযা এক মসয় চেনা দৃশ্য ছিল। খোঁপাতে নানা ধরনের অস্তর-রূপ কাঁচা পিন লাগানোর প্রচলন ছিল। এছাড়া আছে সাপ কাঁটা, ফুল কাঁটা, পান কাঁটা, ঝুমকো কাঁটা। ফিতে-কার্ড দিয়ে চুল বাঁধা। ঝুমকো কাঁটা। ফিতে কার্ড দিয়ে চুল বাঁধা। চুলের বেণীতে গেঁথে দেওয়া হয় মুক্তোর ঝালর। লোটন খোঁপাতে চম্পকের মালা। গোট চেন দিয়ে বেণী বাঁধা। গুজি খোঁপাতে কাঠি। শিখা জাল, সুতো-উল ও মুক্তোর জালের ব্যবহার। মাথায় ফুল-প্রজাতির মতো অলঙ্কৃত গহনার সাজ। সিঁথি পাটি, শিখা পাশ, খণ্ড পত্র, খরগ পত্র, দকম, মকরিকা, গবাক্ষি, ঝাঁপ, শিরস্ত্রাণ ও রূপোর পুঁটের অপূর্ব ব্যবহার বেশ আকর্ষণীয় হত। নবাবী প্রথায় ব্যবহার হত সিঁথি ঝাপটার। ঝাপটা-টিকনির পাশাপাশি আছে সিঁথি থেকে কপাল জুড়ে টায়রা-টিকলি। কপালে পরার জন্য স্যাকরার বাড়িতে কোটো ভর্তি মিনের টিপ পাওয়া যেত। চন্দন, সিঁদুর , কাজল, খয়ের নাকদনা পাতা মেশানো গোবরের টিপ তো রয়েইছে। সোনা টিপও আছে। কপালকে অলঙ্কৃত করতে ব্যবহার হয় কপাল পার্টি। এ পত্র পশ্যা। গালে অলকা-তিলকা ও পত্র লেখা। আর চোখের ভ্রূ-কক্ষের উপর নানা রূপও মন কাড়ে। ঘি বুলিয়ে কাজল এমনকি দাঁতের জন্য পাতা হতো। রত্নখচিত দন্ত পত্র দন্ত দামিণীর প্রয়োগ ছিল। কখনও কখনও খসেও পড়ত এ অলঙ্কার।

গলা-বুক ভরা গয়না পরার রীতি ছিল অভিজাত পরিবারগুলিতে। সাধারণ পরিবার বেছে নিত দু-একটি, লহরের সংক্যা অনুসারে হারের নাম হত। যেমন সাত-লহরী বা শতেশ্বরী। শতেশ্বরী হারের উল্লেখ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য বা চণ্ডীমঙ্গলেও আছে। মুক্তোকচিত সাত লহর হার, সাত থাকের সাতনলী হার এক ছড়া মুক্তোর বা মুক্তহীন একাবলী, সাতাশটি মুক্তো দিয়ে সোনার নক্ষত্র হার, পাঁচশ চারটি মুক্তোর বিজয় ছন্দ মালা, পঞ্চশ-যাট ভরি সোনার সূর্য হার,খেজুর পাতার মতোত চওড়া থোকা-থোক গোছা ঝিলিমিলি বা বিশ্বসুন্দরী হার বেশ আকর্ষণীয়। সীতা হারবেশ বড় ও চওড়া। সোনার সুতোর হেম সূত্র হার। মুক্তোর গোছা হার শোলি। মুক্তোর ও সোনার মটরদাগা গাঁতা রত্নাবলী। ফুলের নকশা করা পুষ্প হার। পাথরে বসানো লকেট দেওয়া চওড়া পাতি হার। সরু গোল গোল লম্বা মত চেন। সোনার নানা আকারের গুটিকার সুবর্ণ কাঠি মালা। শিশুদের জন গুলিকার দান হাহার। ব্রাহ্মাণ সমাজে নিষ্ক। এছাড়া আছে কাঁচুলি, চাপকলি, ঝিলদানা, মটরদানা, মুড়কি মালা পান হার ফণি হারগজমতি হার পোপ হার হেসো হার তরন হার গোট হার চৌদানি ধুক ধুক, হর্ষক ত্রিসর ইন্দ্রমণি। নাভি পর্যন্ত লম্বা ললন্তিকা। পাঁচ পল কড়াই আংটির পাঁচনরী হার। ফুল-জ্যামিতিক নকশা করা পুঁতির মালা। গিণি ছড়া। চওড়া গ্লাস ও চেন মানতাসা আসলে মুসলিম সংস্কৃতির দান। বারো চাক্তি ফুলের সযোগে তৈরি চোদ্দ গাছা হার আর বয়স্কদের গলায় বড় বড় মুক্তোর হার যেন অন্য মেজাজ তৈরি করে। পুতির হারের চল এনিটেশনের গহনার কাছে হার মেনেছে। বিস্কুট হার পান হার সাপ চেন এ ভাবনাগুলি পড়ে এসেছে। হাত জোড়াও সেজে ওঠে হগনায়। কনুইয়ের উপরে হাতে পলকাঁটি, পৈঁছে।, চাল দানা,দমদম মিরি, মুদো, জশম, বাঁক বাজু। বাজুর ব্যবহার সাঁওল সমাজে বেশি। তাগার ব্যবহার মুসলিম সংস্কৃতিতে বেশি। কনুইয়ের নীচের হাতছ নান ধরনের চুড়ির বাহার। লবঙ্গদানা, মিছরি দানা, গোখরি দানা,মৌচোক লতা, বাঁসের গাট হরতাল-চিড়েতন এ রকম নানা নাম। এছাড়া আছে আড়াই প্যাঁচে জড়ানো মাথায মুক্তি-চুনি পোখরাজ বসানো দুটি সাপত্র এর নাম আড়াই পেঁচি। ফণি বালা, জিলিপি প্যাচের বালা হাঙর মুকো বালা, মকর বালা মুখে গোল গাঁট যুক্ত পুঁটে মুখো বালা। রুলি হলো সরু বালা। সাঁওতাল রমণীদের পছন্দ মোটা রূপোর বালা।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

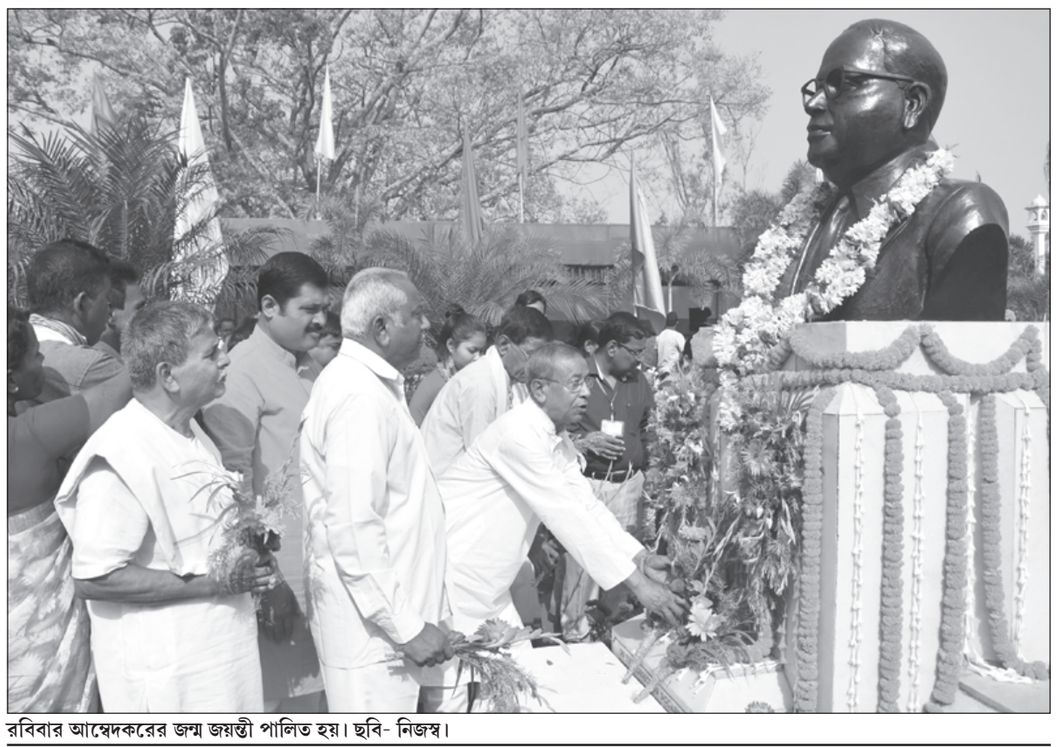

রবিবার আম্বেদকরের জন্ম জয়ন্তী পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

অনাচারের বিরুদ্ধে শুভবোধ জাগ্রত করার প্রত্যয়ে বাংলাদেশে নববর্ষ উদযাপন

ঢাকা, ১৪ এপ্রিল (হি. স.) : সূর্যোদয়ের আগেই রমনা বটমূলে ছায়ানট-এর বর্ষ আবাহন শুরু, গানে গানে। ষাটের দশক থেকে নববর্ষে বাঙালির ভোরের ঠিকানা রমনা। পূবাকাশে সূর্য রঙ ছড়ানোর আগেই গোটা রমনা জনসমুদ্র। রাজধানীর সব সড়কই যেন পৌঁছে গেছে রমনায়। নিরাপত্তার চাদরে ঢাকা রাজধানীতে রমনায় বাড়তি নিরাপত্তা, ২০০১ সালে এখানেই জঙ্গিগোষ্ঠী হরকাতুল জিহাদের (হুজি) বোমা হামলায় ১০ জন প্রাণ হারিয়েছিল। আহত হয়েছিল বহু যাদের অনেকেই এখন পঙ্গু জীবন যাপন করছেন। বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি জঙ্গিবাদের হামলার শিকার হবে, এটাই স্বাভাবিক। ছায়ানটের এবারের বর্ষবরণের শ্লোগান ‘অনাচারের বিরুদ্ধে জাগ্রত হোক শুভবোধ’। ছায়ানটের সভাপতি সনজীদা খাতুন আবাহন বক্তব্যে বললেন, অত্যাচার অনাচার নিপাত যাক, জয় হোক সত্যের। রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নববর্ষ উপলক্ষ্যে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বাণীতে বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। এদিন সরকারি ছুটির দিন, ছুটি সংবাদমাধ্যমেও। প্রধানমন্ত্রী এদিন সকালে গণভবনে নববর্ষ উপলক্ষ্যে সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

রমনায় ছায়ানটের শতাধিক শিক্ষার্থী-প্রাক্তনী-শিক্ষক পরিবেশন করেন ১৩টি একক, ১৩টি সম্মেলক গান এবং ২টি আবৃত্তি। ছায়ানটের রীতি অনুযায়ী রবীন্দ্র রচনা থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে আবৃত্তি দু'টি। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানার আগে জাতীয় সংগীত পরিবেশনার আগে সনজীদা খাতুনের আহ্বানে দাঁড়িয়ে ক্ষোভ জানান ছায়ানট শিল্পীদল ও উপস্থিত সবাই। নীরবতা পালন করেন এক মিনিট। নুসরাত, তনুদের ওপর অত্যাচার-অবিচারের প্রতিবাদে এই নীরবতা পালন। পাকিস্তানি আমলের বৈরী পরিবেশে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকীকে কেন্দ্র করে ছায়ানটের যে যাত্রার সূচনা তা মূলত ছিল বাঙালির আপন সত্তাকে জাগিয়ে তোলবার, আপন সংস্কৃতি নিয়ে বাঁচবার অধিকার ও বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করার জন্য। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনার উন্মেষ ঘটাবার জন্য ১৯৬৭ সালে রমনার বটমূলে শুরু হয় বাংলা বছরকে আবাহনের আয়োজন। বাঙালির জাগরণের অংশ এই রমনা। রমনায় ছায়ানটের বর্ষবরণের পরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা থেকে যাত্রা শুরু করে আনন্দ শোভাযাত্রা। এবছরের শোভাযাত্রার শ্লোগান ‘মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে’। কড়া নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে শোভাযাত্রা পথ পরিক্রমণ করে। এদিন সারাদেশেই জেলা-উপজেলা পর্যায়ে আনন্দ শোভাযাত্রা বেরোয়। রাজধানীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক আজ আলপনা এঁকে ভরিয়ে দেন চারুকলার ছাত্র-ছাত্রীরা।

সুরের ধারা বর্ষবরণ আয়োজন করে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র চত্বরে। এখানে গতকাল সন্ধ্যায় আয়োজিত হয় চৈত্র সংক্রান্তির অনুষ্ঠান। রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার নেতৃত্বে সমবেত ন্ট্রে বরণ করা হয় নতুন বছরকে। এছাড়া ধানমন্ডিতে রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে এবং উত্তরায় সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের উদ্যোগে আয়োজিত হয় বর্ষবরণের। বাংলা একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমি ও শিশু একাডেমি পৃথক পৃথক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বাংলা একাডেমিতে আয়োজিত হয়েছে ১০ দিনব্যাপী বৈশাখী মেলা, যেখানে সারাদেশের চারু ও কারু শিল্পীরা নানা গ্রামীণ সামগ্রী নিয়ে স্টল সাজিয়েছেন। ঢাকেশ্বরী মন্দিরে নববর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয়েছে দুদিনের অনুষ্ঠানমালা। হালখাতার মুল আয়োজন এখানেই। এছাড়া হিন্দু ব্যবসায়ীরা অন্যান্য মন্দিরেও হালখাতার সূচনা করেন। ঢাকেশ্বরী মন্দির চত্বরে বসেছে দুদিনের মেলা। বাংলাদেশ ও ভারতের বাংলা পঞ্জিকায় পয়লা বৈশাখ ভিন্ন ভিন্ন তারিখে হওয়ায় হিন্দু সম্প্রদায় দুদিনেই নববর্ষ পালন করেন।

চৈত্র সেলের শেষ রবিবারে উপচে পড়া ভিড় নিউ মার্কেট চত্বরে

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : আজ বাদে কাল পয়লা বৈশাখ ঊ হাতে আর মাত্র কয়েকঘন্টা, তারপরেই শেষ চৈত্র সেলের বাজার ঊ আর পয়লা বৈশাখের আগে শেষ রবিবারেও উপচে পড়া ভিড় নিউ মার্কেট চত্বরে ঊ হাতে আর মাত্র কয়েকঘন্টা তারপরেই শেষ হয়ে যাবে চৈত্র সেলের বাজার ঊ তাই বেলা বাড়তেই পশরা সাজানো শুরু করেছে ব্যবসায়ীরা। দুপুর থেকেই ক্রেতাদের আনাগোনা। রোদ পড়তে না পড়তে ঠাসা ভিড়, গুঁতোগুঁতি শুরু। গরমের হাঁসফাঁস অবস্থাকে তুড়ি মেরে উড়িয়েই চলছে চৈত্র সেলের দেদার কেনাকাটা। চৈত্র সেলের বাজারের অনান্য দিনের মতই পয়লা বৈশাখের শেষ রবিবারেও উপচে পড়া ভিড় নিউমার্কেট চত্বরে। এই প্রসঙ্গে নিউ মার্কেটের এক পোশাক বিক্রেতা রবি পাল জানান, ‘বিক্রিবাটা খুবই ভাল হচ্ছে। দুপুর থেকেই ক্রেতাদের লম্বা লাইন। এই রকমই থাকে সন্ধে পর্যন্ত ঊ আর তার উপরে আবার আজ চৈত্র সেলের শেষ দিন আজ তো আরও বিক্রি বেশী’।

অন্যদিকে নিউ মার্কেটের আরেক বিক্রেতা মানস সরকার বলেন, ‘শাড়ি হোক বা কুর্তি, কিংবা ছেলেদের শার্ট, পাঞ্জাবি এইসব পোশাক বেছে নিতে চাইছেন সকলেই। এখন ক্রেতাদের পছন্দ পাল্টাচ্ছে। পছন্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আরামদায়ক অথচ হাল ফ্যাশনের পোশাক রাখতে হচ্ছে। আবার খেয়াল রাখতে হচ্ছে দামের দিকেও। দরাদরিও চলছেঊ আজ ভিড়টা সবথেকে বেশী ঊ আজই শেষ চৈত্র সেলের শেস দিন কিনা ঊ সব মিলিয়ে বিক্রিবাট্টা বেশ ভালোই হচ্ছে’।

রাম নিয়ে রাজনীতি করছেন মমতা : কৈলাশ

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি.স.): রাম নিয়ে রাজনীতি করছেন মমতা। রবিবার এই ভাবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে তোপ দাগেন পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির পর্যবেক্ষক কৈলাশ বিজয়বর্গীয়। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একহাত নেন কৈলাশ বিজয়বর্গীয়। বলেন, ”রাজ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে বিজেপি। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন স্বপ্নেও বিজেপিকে দেখছেন। রামকে নিয়ে বিজেপির রাজনীতির অভিযোগ উড়িয়ে কৈলাশ বিজয়বর্গীয় বলেন, ”রামের সঙ্গে বিজেপির সম্পর্ক অবিচ্ছদ্য। আমরা রামকে আদর্শ মেনেই রাজনীতি করে আসছি। হঠাৎ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রামের কথা মনে পড়েছে। রাম নিয়ে রাজনীতি তো করছেন উনি’।

প্রথম দফার ভোটগ্রহণের পর পশ্চিমবঙ্গে আরও প্রত্যয়ী বিজেপি। আর তাই দ্বিতীয় দফার আগে এরাজ্যে দলীয় কর্মীদের লক্ষ্য বাড়িয়ে দিলেন দলের পর্যবেক্ষক কৈলাশ বিজয়বর্গীয়। জানান অমিত শাহের বেঁধে দেওয়া ২৩ ছাড়িয়ে এবার ত্রিশের লক্ষ্যে ঝাঁপাবে বিজেপি।

রবিবার কৈলাশ বিজয়বর্গীয় জানান, ‘পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার ভোটগ্রহণে খুশি বিজেপি। কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার, ২টি আসনই জিতবে বিজেপি। এরপরই আমাদের সর্বভারতীয় অধ্যক্ষ অমিত শাহের বেঁধে দেওয়া লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে এখন আমরা ৩০টি আসনের লক্ষ্য রেখেছি’।

মেলবোর্নের নাইটক্লাবের বাইরে গুলি, হত এক

মেলবোর্ন, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : রবিবার ভোররাতে মেলবোর্নের একটি নাইটক্লাবের বাইরে গুলি চলল। ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। জখম হয়েছে আরও তিনজন। জখমদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে এদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ঘটনায় জঙ্গি যোগ নেই। স্থানীয় সময় অনুযায়ী ভোর ৩টে ২০মিনিট নাগাদ মেলবোর্নের লাভ মেশিন নাইটক্লাবের বাইরে গুলি চলে। ঘটনায় চারজন জখম হয়। তাদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যায়। সেখানে ৩৭ বছরের এক ব্যক্তি মারা যান। প্রশাসনের তরফে এখনও মৃতের পরিচয় জানানো হয়নি। তবে সূত্রের খবর, মৃত ব্যক্তি নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে কাজ করতেন। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ একটি কালো এসইউভি-র খোঁজ পেয়েছে। গুলি চালানোর পরই সেটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পরে গাড়িটিকে পোড়া অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। ঘটনায় স্থানীয় ঙ্র'বাইক গ্যাংঙ্র'গুলি জড়িত কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

রামনবমীর মিছিলেই নির্বাচনী প্রচার করল তৃণমূল

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি.স): সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলার সময়ই পশ্চিমবঙ্গের ভোট রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলেন রাম। এতদিন রামনবমীতে রাজ্য জুড়ে শোভাযাত্রা বের করেছে বিজেপি এবং তাদের সংশ্লিষ্ট সঙ্ঘ পরিবার। এবার বিজেপির পাল্টা রামকে হাতিয়ার করে ভোট প্রচারে নেমে পরেছে তৃণমূলও। সেই কারনেই রবিবার দেখা গেল রামের ছবির পাশেই গৌরিক পতাকার বদলে তৃণমূলের পতাকা। যদিও বিজেপি নেতৃত্ব দাবি করেছেন, তাদের মিছিলের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁদের দাবি, আজকের মিছিলই রামনবমীর প্রকৃত মিছিল। তাঁরাই রামের আসল ভক্ত। রামকে তাঁরা ভাগ হতে দেবেন না।

এদিন দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অমর রাইয়ের সমর্থনে এদিন নকশালবাড়ি ২ নম্বর ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে শিলিগুড়ির বিধাননগরে একটি প্রচার মিছিল বের হয়। সেই মিছিলেই উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষ্য করা যায় রামের উপস্থিতি। মিছিলে গাড়ির গায়ে সাঁটানো রামের বিশাল বড় ছবির পাশেই দেখা গেল উড়ছে তৃণমূলের দলীয় পতাকা। রামনবমী উপলক্ষ্যে জেলায় জেলায় মিছিল করছে বিজেপি। সেখানে শিলিগুড়িতে তৃণমূলের এই পদযাত্রা কার্যত চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল রামের উপর ভরসা রেখে শাসকদলের ভোট প্রচারের কৌশল। প্রথম দফা লোকসভা নির্বাচন মিটেছে। দ্বিতীয় দফায় ১৮ এপ্রিল দার্জিলিংয়ে ভোট। তার আগে রামনবমীর শোভাযাত্রা থেকেই প্রার্থীর হয়ে প্রচারে পা মেলালেন রাজ্যের মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ অরূপ বিশ্বাস।

অবশ্য রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেব বিজেপি নেতাদের মতই দাবি করেছেন, তাঁরা ধর্ম নিয়ে কোনও রাজনীতি করছেন না। জয়ের জন্য রামনবমী কেন, কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানকেই হাতিয়ার করতে হয় না তৃণমূল কংগ্রেসকে। কিন্তু, বিজেপির সঙ্গে টক্কর দিতেই যে তৃণমূল কংগ্রেসের রামনবমী উদযাপন, তা কারওই নজর এড়াচ্ছে না। স্থানীয় বাসিন্দারাই বলেছেন, বিজেপিকে রামনবমী পালন করতে দেখা গেলেও কখনও তৃণমূলকে দার্জিলিংয়ে রামনবমী পালন করতে চোখে পড়েনি।

লোকসভা ছয়ের পাতায়

শিরোমণি আকালি দলের বর্ষীয়ান নেতা নন্দ লাল প্রয়াত

চণ্ডীগড়, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : দীর্ঘ রোগভোগের পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন শিরোমণি আকালি দলের বর্ষীয়ান নেতা নন্দ লাল। রবিবার সকালে পঞ্জাবের মোহালিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩। রাজ্যের বর্ষীয়ান এই নেতার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অমরেন্দ্র সিং।

শিরোমণি আকালি দলের এই গুজ্জর নেতা ১৯৯৭ থেকে ২০১৭ সাল ছয়ের পাতায়

লোকসভা নির্বাচন ২০১৯ : ২০তম প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করল বিজেপি

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল (হি. স.) : গত ১১ এপ্রিল প্রথম দফার ভোট দিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে দেশের সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন। এরই মধ্যে রবিবার হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানের মোট ছয়টি লোকসভা আসনে প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। মধ্যপ্রদেশে তিনটি আসনে, হরিয়ানায় দুটি এবং রাজস্থানের একটি লোকসভা আসনে এদিন প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে বিজেপি। সেইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে উপনির্বাচনের জন্য উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্রে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে বিজেপি।

হরিয়ানার হিসার লোকসভা আসন থেকে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে লড়তে চলেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চৌধরি বীরেন্দর সিংয়ের ছেলে বৃজেন্দ্র সিং। এদিন হরিয়ানার হিসার এবং রোহটাক লোকসভা আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে বিজেপি। হিসার কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী বৃজেন্দ্র সিং এবং রোহটাক লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অরবিন্দ শর্মার নাম রয়েছে এই ২০তম প্রার্থীতালিকায়। মধ্যপ্রদেশের তিনটি আসনের মধ্যে খাজুরাহো লোকসভা কেন্দ্র থেকে বিষ্ণু দত্ত শর্মা, রাতলাম (তফশিলি উপজাতি) আসন থেকে জি এস দামোর এবং ধার (তফশিলি উপজাতি) আসনে চত্তর সিং দরবারের নাম ঘোষণা করেছে বিজেপি। রাজস্থানের দৌসা (তফশিলি উপজাতি) লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী হিসেবে জসকউর মীনার নাম ঘোষণা হয়েছে এই প্রার্থীতালিকায়। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গে উপনির্বাচনের জন্য উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্র থেকে প্রতূষ কুমার মন্ডলের নাম ঘোষণা করেছে বিজেপি। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবে আগামী ২৩ মে।

বাংলা নববর্ষে বাড়ি বাড়ি গণেশের পূজাকে ঘিরে চলছে মুর্তি বিক্রি। ছবি- নিজস্ব।

পাথরপ্রতিমায় বিজেপি প্রার্থীর উপর হামলা, অভিযুক্ত তৃণমূল

পাথরপ্রতিমা, ১৪ এপ্রিল (হি. স.) : নির্বাচনী প্রচারে ও কর্মীসভায় যোগ দিতে যাওয়ার সময় দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হলেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শ্যামাপ্রসাদ হালদার। শ্যামাপ্রসাদ বাবুর সাথে আক্রান্ত হয়েছেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা (পশ্চিম) বিজেপির সভাপতি অভিজিৎ দাস ওরফে ববি। এছাড়াও বিজেপির আরও কয়েকজন নেতৃত্ব আক্রান্ত হয়েছেন। বিজেপি প্রার্থী ও নেতৃত্বকে বাঁচাতে গিয়ে এক পুলিশকর্মীও জখম হয়েছেন। এই ঘটনায় অভিযোগ এর আঙুল উঠেছে তৃণমূলের দিকে। যদিও তৃণমূলের তরফ থেকে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। রবিবার বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার মথুরাপুর লোকসভার অন্তর্গত পাথরপ্রতিমা ব্লকের জি প্লটে।

প্রার্থীতালিকা ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রান্তে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শ্যামাপ্রসাদ হালদার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে প্রচার শুরু করেছেন। প্রচারের পাশাপাশি কর্মীসভা ও করছেন তিনি। রবিবার সকালেও প্রচার ও কর্মীসভার কাজের জন্য তিনি মথুরাপুর কেন্দ্রের পাথরপ্রতিমা ব্লকের জি প্লটে যাচ্ছিলেন। অভিযোগ সেখানে যাওয়ার পথে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি নুরউদ্দিন সেখ তার দলবল নিয়ে এসে হামলা চালায় বিজেপি প্রার্থীর উপর। বিজেপি প্রার্থীর সাথে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিজেপি সভাপতি অভিজিৎ দাস সহ আরও বেশ কয়কজন বিজেপি নেতৃত্ব আক্রান্ত হন। ঘটনাস্থলে পুলিশ বিজেপি নেতৃত্বকে রক্ষা করতে গেলে দুষ্কৃতীদের হাতে তারা ও কমবেশি আক্রান্ত হন। এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই বিজেপির তরফ থেকে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিজেপি সভাপতি অভিজিৎ দাস বলেন, “তৃণমূল আসলে ভয় পেয়েছে, নির্বাচন হলে ওরা গো হারা হারবে আর সেই কারণেই কোথাও আমাদের প্রার্থীকে মারছে তো কোথাও আমাদের কর্মীদের মারছে, বিজেপির পতাকা ছিঁড়ে দিচ্ছে। যদি এতই উন্নয়ন হয়ে থাকে তাহলে স্বাধীনভাবে শান্তিতে ভোট হতে দিতে অসুবিধা কোথায়।”

কেন্দ্রে বিজেপির মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কোনও দুর্নীতির অভিযোগ নেই, দাবি রাজনাথের

বিজনৌর, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : মোদী সরকারের মন্ত্রিসভায় কোনও মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোনও দুর্নীতির অভিযোগ নেই। রবিবার উত্তরপ্রদেশের বিজনৌরের জনসভা থেকে এমনই জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং। এদিনের জনসভা বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজনাথ সিং বলেন, বিশ্বের কেউ কোনওদিন বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে কোনও রকমের অভিযোগ করেননি। এই প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে রাজনাথ সিং বলেন, ‘কল্যাণ সিং এবং আমি উত্তরপ্রদেশের সরকার চালিয়েছি। অটলজি এবং মোদীজি কেন্দ্রীয় সরকার চালিয়েছে। কিন্তু কখনও আমাদের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কোনও প্রকার দুর্নীতির অভিযোগ ওঠেনি। শুধু দেশে নয় গোটা বিশ্বে কেউ নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে কোনও একজন নেতার বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোনও অভিযোগ তোলেনি।

সমাজবাদী পার্টি ও বহুজন সমাজ পার্টির জোটকে কটাক্ষ করে রাজনাথ সিং বলেন, সমাজবাদী পার্টি ও বহুজন সমাজ পার্টির মধ্যে জোট হওয়াটা অস্বাভাবিক বিষয়। নরেন্দ্র মোদীকে আটকানোর জন্য এই জোট বাঁধা হয়েছে। কিন্তু কোনও ভাবেই প্রধানমন্ত্রী হওয়া থেকে নরেন্দ্র মোদীকে আটকানো যাবে না। মোদী ঝড়ে শেষ হয়ে যাবে এই দুইটি দল বলে দাবি করেছেন রাজনাথ সিং।

রবিবার সকালে সংঘটিত বজ্রপাতে অসমে এক নাবালিকা-সহ পাঁচজনের মৃত্যু

গুয়াহাটি, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : বাংলা বছরের শেষ দিন এবং রঙালি বিহুর উচ্ছ্বলতার মধ্যে প্রকৃতির রোষে অসমে পাঁচজনের অকালমৃত্যু ঘটেছে। রবিবার সকালের আচমকা বজ্রপাত-সহ ঘূর্ণিঝড়ে অসমে এখন পর্যন্ত এক নাবালিকা-সহ পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। আহত হয়েছেন আরও পাঁচজন। এছাড়া ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে বহু বাড়িঘর, গাছ-গাছালি ভাঙার খবর এসেছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, আজ সকাল প্রায় পৌনে আটটা নাগাদ শুরু হয় প্রকৃতির তাণ্ডব। ঝড়-বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাতের ফলে কামরূপ জেলার শিঙিমারিতে তিনজন যথাক্রমে প্রসন্ন বর্মন, সোমেশ আলি এবং লোকমান আলি এবং শুয়ালকুচির জনৈক হেমন্ত দাস মারা গেছেন। জানা গেছে, শুয়ালকুচির বাসিন্দা রেল কর্মচারী হেমন্ত দাস নামের ব্যক্তি আজ গরু বিহু উপলক্ষ্যে ব্রহ্মপুত্রে তাঁর গৃহপালিত গরুকে স্নান করাতে নিয়ে যান। তখন আচমকা বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন তিনি।

সেভাবে খেত থেকে বেগুন তুলছিলেন শিঙিমারির প্রসন্ন বর্মন। ছয়ের পাতায়

রবিবার রাজধানীতে পালিত হয় চরক উৎসব। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

শীতের দিনে খেজুর খাওয়ার ৮টি স্বাস্থ্য উপকারিতা

আপনি কি জানেন, কলার রস ও মধু এক সঙ্গে খেলে প্রায় সাত ধরনের সমস্যা প্রতিরোধ করা যায়? কেবল তিন টেবিল চামচ করলার রস ও দুই টেবিল চামচ মধু একসঙ্গে মিশিয়ে প্রতিদিন সকালে খালি পেটে খেলে এই উপকার পাবেন। করলার রস ও মধু একসঙ্গে খাওয়ার গুণ গুলো জানিয়েছে জীবনধারা। ডায়াবেটিস কমায়— করলার রস ও মধুর মধ্যে রয়েছে শক্তিশালী এনজাইম। এই মিশ্রণটি রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমিয়ে দিতে সাহায্য করে। এতে ডায়াবেটিসের লক্ষণগুলো শরীরের বিষাক্ত পদার্ত দূর করে করলার রস ও মধুর মিশ্রণ রক্তের পদার্থ বের করে দিতে কাজ করে। এই ভেষজ জুস শরীরকে পরিশোষিত করে। ধূমপায়ীদের ফুসফুসে পরিষ্কার সাহায্য করলার রস ও মধুর মিশ্রণ ফুসফুসে নিকোটিনের প্রলেপকে দূর করতে কাজ করে। ফুসফস পরিষ্কার বেশ কার্যকর। অ্যাজামা কমায় এই ভেষজ মিশ্রণটি শ্বাসতন্ত্রের যত্ন নেয়। অ্যালার্জির সংক্রমণ থেকে শরীরকে সুরক্ষা দেয়— অ্যাজমা কমাতে সাহায্য করে। হজম ভালো করে--- মিশ্রণটি পাচক রস তৈরিতে সাহায্য করে। এতে হজম ভালো হয়। ওজন কমায়— ওজন কমাতেই চাইলে করলার রস ও মধুর জুস খাদ্য তালিকায় রাখতে পারেন। এটি ওজন কমাতেও কাজ দেয়। কোষের দ্রুত বুড়িয়ে যাওয়া প্রতিরোধ এই মিশ্রণটির মধ্যে তাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কোষের দ্রুত বুড়িয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করে। এতে ত্বক থাকে টানটান।

মরিচের ঝালের ৫টি অজানা উপকারিতা

খেতে বসে খাবারের সাথে একটি মরিচ না নিলে অনেকের খাওয়াই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। খাবারের ঝালের মাত্রা বেশি হলে খেতে পছন্দ করেন অনেকেই। ঝালপ্রেমী--- সবাইর অভিমত খাবারে এখটু আধটু ঝাল না থাকলে কিছু খাবারের স্বাদই নাকি বোঝা যায় না। এমনকি যারা পছন্দ করেন না,তারাও ফুচকা কিংবা চটপটিতেঝাল খেতে পছন্দ করেন, বারিকোথাও খেতে গেলে মুরগির ঝাল ফ্রাই খুঁজেন. সত্যিই কিছু কিছু খাবারের স্বাদই ঝালের মাত্রায় কিছুদন আগেও গবেষকরা ঝালের বিরোধিতা করে বলেছেন,ঝাল খাবার স্বাস্তের্যর জন্য খারাপ। অবশ্যই মাত্রাতিরিক্ত ঝাল স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু ঝাল খাবার স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। সম্প্রতি গবেষরা তাদের গবেষণায় প্রমাণ করেন যে ঝাল খাবারের স্বাস্থ্য উপকারিতাও আছে। আসুন দেখে নেই ঝাল খাবারের অজানা উপকারিতাগুলো। ক্যান্সার প্রতিরোধ করে — শুনে অবাক হলেও সত্যি যে মরিচের রয়েছে ক্যান্সার প্রতিরোধের ক্ষমতা। সম্প্রতি একটি গবেষণায় দেখা গেছে মরিচ ক্যান্সাইসিন নামক একটি যৌগে সমৃদ্ধ। ক্যান্সাইসিন এমন একটি যৌগ বা ক্যান্সারের কোষ ধ্বংস করতে সক্ষম। যত বেশি পরিমাণে এই যৌগটি দেহে জমা থাকবে ক্যান্সারে আক্রান্তের হওয়ার ঝুঁকি থেকে বাঁচাবে। হার্টের সমস্যার সমাধান করে— মরিচে ঝাল কার্ডিওভাস্কুলার রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমায়। মরিচে বিদ্যমান ক্যান্সাইসিন শরীরে এলডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়। এলডিএল কোলেস্টেরল হার্ট অ্যাটাক ও ব্রেইন স্ট্রোকের অন্যতম প্রধান কারণ। পরিমিত পরিমাণে মরিচের ঝাল দেহে এলডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা কমিয়ে দিয়ে এইসব রোগের হাত থেকে হার্টকে দূরে রাখতে সাহায্য করে। ব্লাড প্রেসার কমাতে সাহায্য করে--- আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে ঝাল খাবার উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য ভালো। মরিচের ক্যান্সাইসিন যৌগটির আরো একটি গুণ হল এটি হাইপারটেশন দূর করে। ফলশ্রুতিতে ব্লাড প্রেসার কমে। সম্প্রতি চীনের একটি গবেষণায় দেখা গেছে যাদের দেহে মরিচে ক্যান্সাইসিন এর প্রভাব রয়েছে তারা অন্যান্যদের তুলনায় কম হাইপারটেনশন ভোগেন। যেসব খাবার উচ্চ রক্তচাপের জন্য ক্ষতিকর সেসব খঅবার বাদ দিয়ে অন্যান্য খাবারে ঝাল মাত্রা একটু বাড়িয়ে অনায়াসে উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন।

ওজন কমাতে সাহায্য করে--- মরিচের ঝাল ওজন কমানোতে সহায়তা করে। ক্যান্সাইসিন নামক যে যৌগটি মরিচের ঝালের জন্য দায়ী সে যৌগটিই ওজন কমাতে সাহায্য করে। গবেষণায় দেখা যায় ঝাল খাদ্য গ্রহণের সময় ও গ্রহণের পর ক্যান্সাইসিন শরীরে একটি প্রভাব ফেলে যাকে থারমোজেনিক প্রভাব বলে। এই থারমোজেনিক প্রভাব যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ আপনি বিনা পরিশ্রমে ক্যালোরি ক্ষয় করে ওজন কমাতে পারেন।

রাগের মাত্রা কম করে— রাগ উঠেছে চট করে একটি মরিচ খেয়ে ফেলুন। এতে রাগের মাত্রা কমে যাবে।

রাগ কমানোর ভালো পদ্ধতিগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ঝাল খাওয়া। গবেষকদের মতে মরিচের ঝাল খাওয়ার সময় আমাদের মস্তিষ্কে সেরোটোনিন উৎপন্ন হয়। সেরোটোনিন নামক এই হরমোনটি মন ভালো থাকার সময় আমাদের মস্তিষ্কে নিঃসরণ হয়। তো পরবর্তীতে রাগ উঠলে প্রথমেই ঝাল কিছু খেয়ে রাগ কমিয়ে নিন। শুধুমাত্র রাগের মাত্রা কমানেই নয় বিষন্নতা রোগেরও ভালো একটি ওষুধ ঝাল খাবার।

ভেজা চুলে বাইরে গেলে কি ঠান্ডা লেগে যায়?

ভেজা চুলে বাইরে যাওয়া বারণ, বিশেষ করে মেয়েদের। যদি ঠান্ডা লেগে যায়। কিন্তু ঠান্ডা লাগার পেছনে কি আসলেই ভেজা চুলের কোনো হাত আছে? ভেজা চুলেবাইরে যাওয়াটা আসলে খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্যকর নয়। বিশেষ করে শীত বা বর্ষার সময়ে ভেজা চুলে বের হওয়াটা তো রীতিমত বিশ্রী ব্যাপার। কিন্তু এর সাথে ঠান্ডা লাগার সম্পর্ক নেই। ঠান্ডা, সর্দি বা ফ্লু হয়ে থাকে ভাইরাসের কারণে। ভাইরাসের সংস্পর্শে না এলে শুধুই ভেজা চুলের কারণে ঠান্ডায় আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা নেই। শীতকালে এবং ঋতু বদলের সময়ে ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং বিভিন্ন রকম সর্দির ভাইরাস ছড়াতে থাকে। এসব ভাইরাসের সংস্পর্শে এলে আপনার চুল ভেজা থাকুক বা শুকনো খটখটে, ঠান্ডা লাগতেই পারে। এর জন্য ভেজা চুলের দোষ দিয়েলাভ নেই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ঠান্ডা পড়েছে বা খুব বাতাস বইছে এমন সময়ে ভেজা চুলে বাইরে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ। শীতকালে তো তা করাটা বড় বোকামি। কারণ ভেজা মাথার কারণে হাইপোথার্মিয়ার লক্ষণ দেখা দিতে পারে এবং তা শরীরের ইমিউন সিস্টেমের জন্য অনেক বড় একটা স্ট্রেস। তাই সর্দির জন্য না হলেও নেহাতই স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য চুল শুকিয়ে বাইরে যাওয়া ভালো। বোঝা তো গেল যে ভেজা চুলের কারণে সর্দি লাগে না। তবে এর জন্য কী দায়ী? ডাক্তারদের মতে, আপনার যদি ঠান্ডা লেগে থাকে তবে কনুইয়ে বা রুমালে মুখ ঢেকে হাঁচি দেবেন এবং সর্দি হওয়া এড়াতে হাতের পরিচ্ছন্নভাবে ব্যাপারে থাকতে হবে খুব সাবধান।

ফ্রিজের খাবার খাওয়ার আগে যা করবেন

সাধারণত খাবার ভাল রাখার জন্যই রেফ্রিজারেটরের ব্যবহৃত করা হয়। কিন্তু জানেন কি? কিছু জিনি রেফ্রিজারেটরে বেশিদিন রাখলে সেটি ভাল নাথেকে খারাপ হয়ে যাওয়ার বিপুল সম্ভাবনা দেখা যায়। তারপরে সে খাদ্য যদি আপনার পেটে যায়, তাহলে পেট খারাপ থেকে শুরু করে ফুড পয়জনিং বহু ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। নিজের এবং পরিবারের স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য তাহলে জেনে নিন, কি কি খাবার রেফ্রিজারেটরে রাখবেন না বেশি দিনের জন্য। গোটা ডিম কখনো কখনো ডিমের উপরের খোসা ভেঙ্গে যায় এবং ভিতরে ব্যাকটেরিয়া জন্মায়। যার ফলে ডিমটি সম্পূর্ণ খারাপ হয়ে যায়। দুধজাতীয় খাবার বেশিদিন ফ্রিজে রাখা উচিত নয়। বেশিদিন এগুলি ফ্রিজে রাখলে খাবারগুলিতে জল জমতে থাকে এবং বিস্বাদ হয়ে যায়। সব থেকে বড়ো কথা দুধ জাল দেওয়ার পরেই ফ্রিজে রাখবেন না কিছুক্ষণ বাইরে রেখে ঠান্ডা হতে দিয়ে তবেইফ্রিজে রাখবেন। ফ্রিজে সংরক্ষিত মাংস এবং মাছ, একবার ফ্রিজে থেকে বের করে তা আবার ফ্রিজে রাখা উচিত না। এতে করে এসব খাবারে ব্যাকটেরিয়া জন্মায় যা শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। টাটকা শাকসবজি— ফলমূল ফ্রিজে অবশ্যই রাকুন। কিন্তু দু থেকে তিনদিনের বেশি নয়। তাহলে সবজিগুলি খারাপ হয়ে যায় এবং তার মধ্যে জন্মায় ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া। রান্না করা খাবার সংরক্ষণ করার জন্য রেফ্রিজারেটর অত্যন্ত উপকারী। তবে সেটা তিন থেকে চারদিনের বেশি নয়। আবার একবার ফ্রিজ থেকে বের করা খাবার কখনোই দ্বিতীয়বার ফ্রিজে রাখা উচিত নয়। রান্না করা খাবার বার বার ফ্রিজ থেকে বের করে গরম করে খেলে খাদ্যের পুষ্টিগুণ চলে যায় এবং পেঁয়াজ জাতীয় খাদ্য বার বার গরম করলে অনেক সময় ফুড পয়জনিং এর কারণ হয়।

মন নিয়ন্ত্রণ করুন মেডিটেশনের দ্বারা

মানসিক চাপ, কাজের চাপ, সম্পর্কের চড়াই উতরাই ইত্যাদি কখনো কখনো মনকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়। নিজেকে তখন হারিয়ে ফেলি আমরা। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তিও তখন মনে হয় ফুরিয়ে যায়। বলা হয়, শারীরিক রোগের অনেকগুলোই হয় মানসিক রোগের কারণে। এছাড়া মন বিক্ষিপ্ত থাকলে কাজকর্ম সব ব্যাহত হয়ে যা। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ না রাখতে পারলে আয়ত্বে থাকা অবস্তাও নাগালের বাইরে চলে যায়। আর যা আয়ত্বে নেই সেটি নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে পড়ে আরো মুশকিল। তাই আত্মনিয়ন্ত্রণ জরুরি। নিজেকে সফল করার জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণ একটি বড় হাতিয়ার। সূত্রে জানা গেছে নিজেকে নিয়ন্ত্রণের কিছু উপায়ের কথা। মন বিক্ষিপ্ত থাকলে, নিজেকে নিয়ন্ত্রণের জন্য এই পদক্ষেপগুলো নিতে পারেন—

মনকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে ধ্যান বা মেডিটেশন করা খুব উপকারী একটি বিষয়। যখন নেতিবাক চিন্তাগুলো মনে আসে তখন মানসিক দৃঢ়তা কমে যায়। এই ধরনের চিন্তা মানসিক শক্তিকে দুর্বল করে দেয়। নিয়মত মেডিটেশনের অব্যাস মনকে শান্ত করে এবং দৃঢ় রাখতে সাহায্য করে।

শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম— মন ভীষণ বিক্ষিপ্ত এবং অস্থির থাকলে একে নিয়ন্ত্রণের জন্য শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়াম করতে পারেন। এই ব্যায়াম করতে প্রথমে গভীরভাবে শ্বাস নিন। কিছুক্ষণ আটকে রাখুন। এরপর ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ুন। এভাবে কয়েকবার ধরে ধরুন। এই ব্যায়াম আপনাকে শিথিল করতে সাহায্য করবে। নেতিবাচক চিন্তা ও আবেগগুলো থামাতে সাহায্য করবে।

চিন্তাকে চিহ্নিত করুন।

নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে যে চিন্তাগুলো আপনাকে এলোমেলো করে দিচ্ছে, সেগুলো চিহ্নিত করুন। নেতিবাচক চিন্তাগুলো বারবার মনে এলে অকারণেই অস্থির হয়ে উঠবেন। তাই প্রথমে চিন্তার উৎসটা খুঁজে বের করুন।

এরপর ভাবনাগুলোকে একেবারে তামিয়ে দিন। ইতিবাচক চিন্তা করা শুরু করুন। ভাবুন আপনার জীবনে ইতিবাচক কিক কি দিক রয়েছে। এছাড়া ইতিবাচক বিষয়গুলোর একটি তালিকাও তৈরি করতে পারেন। নেতিবাচক চিন্তাগুলো যখন মাথায় আসবে, তখন ইতিবাচক চিন্তার সে তালিকাটি দেখুন।

মনকে ভিন্ন দিকে নিয়ে যান—

যদি আসলেই মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান তবে নেতিবাচক ভাবনাগুলো থেকে মনকে ভিন্ন দিকে নিয়ে যান। মন খারাপ হওয়ার পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসুন। কোনো কিছু খুব বেশি সমস্যার মনে হলে বা কষ্টদায়ক হলে, কিছু সময়ের জন্য বিষয়টিকে এড়িয়ে যান। অন্য কোনো কাজে মনোযোগ দেন।

সংগীত থেরাপি—

মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে সংগীতের চেয়ে ভালো কিছু নেই। মন কষ্টের মধ্যে থাকলে এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না মনে হলে প্রিয় কোনো গান শুনুন। গরের আলো বন্ধ করে দিন এবং গান শুনুন। এটা চ্যালেঞ্জগুলোকে মোকাবিলা করতে সাহায্য করবে। পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের শিথিল হওয়ার মিউজিকও শুনতে পারেন।

মোমের আলোয় তাকান—

খুব অস্থির লাগলে এবং কষ্ট লাগলে মোমের আলোর দিকে তাকাতে পারেন। মোমবাতি জ্বালিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকুন। যতক্ষণ পর্যন্ত আলোকে স্থির মনে না হবে, ততক্ষণ তাকিয়ে থাকুন। এছাড়া খুব অস্থির লাগতে থাকলে স্নান করুন। শরীরে জলের পরশ মনকে শান্ত করতে সাহায্য করবে।

পর্যাপ্ত ঘুমান—

পর্যাপ্ত ঘুম সব শারীরিক ও মানসিক সমস্যার সমাধানের একটি অন্যতম উপায়। আপনি যদি না ঘুমান মন আরো বিক্ষিপ্ত হবে। তাই এ সময় অন্তত ছয় থেকে আট ঘন্টা ঘুমানো খুব জরুরি।

হাসুন—সব প্রশ্নের খুব ভালো উত্তর হল হাসি। খুব চাপ মনে হলে কিছু মজার কৌতুক পড়ুন, হাসির ছবি দেখুন বা ভিডিও দেখুন। এই বিষয়গুলো আপনাকে আগের থেকে ভালো বোধ করতে সাহায্য করবে।

যে কারণে ব্রণের সমস্যা থেকে রেহাই পাচ্ছেন না আপনি

ব্রণের সমস্যায় আমাদের সবাইকেই কমবেশি ভুগতে হবে। কিন্তু যত যাই করা হোক না কেন, কখনো কখনো ব্রণের সমস্যা একেবারে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, কোনোভাবেই একে দমিয়ে রাখা যায় না। দেখে নিন কি কি কারণে ব্রণের উৎপাত আপনাকে সহ্য করে চলতে হচ্ছে।

বংশগতি--- এটা এমন একটা ব্যাপার যাতে আপনার কোনোই হাত নেই। আপনার পিতামাতার যদি ব্রণের সমস্যা থেকে থাকে তবে আপনার এবং আপনার ভাইবোনেরও ব্রণের ঝক্কি পোহাতে হতে পারে।

মেন্স ট্রুয়েশন—

নারীদের মেন্সট্রুয়েশন বা পিরিয়ডের কয়েক দিন আগে ব্রণের উৎপাত হঠাৎ করেই বেড়ে যেতে পারে। এর কারণ হল এসময়ে অ্যান্ড্রোজেন নামক কিছু হরমোনের পরিমাণ বেড়ে যায় যার ফলে ত্বকের তৈলগ্রন্থি তেকে বেশি তেল বের হতে থাকে। এর ফলে দেখা দেয় অনেক বেশি ব্রণ।

বাজে আবহাওয়া—

আবহাওয়া যখন আমাদের শরীর সহ্য করতে পারে না তখন ব্রণ দেখা দিতে পারে। এর ফলে দেখা দেয় অনেক বেশি ব্রণ। বিশেষ করে মৌসুম পরিবর্তনের সময়টায় এটা হয়ে থাকে। অন্যরকম আবহাওয়ার এলাকায় ছুটি কাটাতে গেলেও এই সমস্যায় পড়তে পারেন আপনি।

ওষুধের প্রভাব—

অনেক সময়ে বিশেষ কোনো ওষুধ খাওয়া শুরু করার পর ব্রণ দেখা দিতে পারে। এক্ষেত্রে দেখে নিন ওই ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার মাঝে ব্রণ বা অ্যাকনি হবার কথা আছে কিনা। দরকার হলে ডাক্তারের সাথে কথা বলে ওষুধ পরিবর্তন করে নিন।

স্ট্রেস—

অনেক সময়ে খুব দুশ্চিন্তা থেকে ব্রণ হতে পারে। লক্ষ্য করে দেখুন বড় কোনো ঘটনা যেমন অফিসের কোনো প্রেজেন্টশন বা ইন্টারভিউ এর আগে আপনার ব্রণের পরিমাণ বেড়ে যায় কিনা। সেক্ষেত্রে দোষী হল স্ট্রেস।

খাদ্যাভাস—

কিছু কিছু খাবার ব্রণের কারণ হয়ে উঠতে পারে। যেমন দুগ্ধজাত খাবার, ক্যাফেইন, চিনি বা বাদাম। এসব খাবার আপনার খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দিন বা কমিয়ে ফেলুন। এর বদলে বাড়িয়ে দিন শাকসবজি এবং কাওয়া এবং গ্রিন টি পান, যাতে আপনার ত্বক সুস্থ হয়ে উঠবে। ত্বকের রোম কূপ বন্ধ করে দেওয়া কসমেটিক মেক আপ করার জন্য আমরা যেসব কসমেটিক্স ব্যবহার করি তাদের অনেকগুলোতে থাকতে পারে এমন উপাদান যা ত্বকের রোমকূপ বন্ধ করে দেয়, ফলে তেল এবং ময়লা জমে তৈরি করে ব্রণ। যারা নিয়মিত ব্রণের শিকার হন তাদের উচিত এমন মেকআপ সামগ্রী ব্যবহার করা যাতে রোমকূপ বন্ধ না হয়।

ঠিকভাবে মেক আপ না তোলা— লম্বা একটাদিনের শেষে অনেকেই ক্লান্তির দোহাই দিয়ে মেকআপ না তুলেই ঘুমিয়ে পড়েন। এতেও ত্বকে জমে যায় তেল এবং ময়লা আর ব্রণ দেখা দেয়।

মেকআপ—

ব্রাশ পরিষ্কার না রাখা মেক আপ করার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের ব্রাশ ব্যবহার করি এবং ভুলে যাই যে এগুলোকে পরিষ্কার রাখাটা জরুরি। নিয়মিত পরিষ্কার না করলে এসবব্রাশে জমে যায় ময়লা এবং ব্যাকটেরিয়া যা ত্বকের বারোটা বাজিয়ে দিতে যথেষ্ট।

ঘুমের অনিয়ম—

ঘুম কম হওয়া বা ঘুমের অনিয়ম হওয়া থেকে শরীরের কর্টিসলের মাত্রা বেড়ে যায়। এর ফলে বাড়ে স্ট্রেসাার দেখা দেয় ব্রণ। আপনার চুলে কি ব্যবহার করছেন— হেয়ার লাইনের আশেপাশে ব্রণের উপদ্রব দেখা গেলে আপনার চুলে ব্যবহার করা সামগ্রীর দিকে নজর দিন। অনেক সময়ে দেখা যায় হেয়ার জেল, সিরাম এমনকি শ্যাম্পু এবং কন্ডিশনার হতে পারে ব্রণের কারণ। এসব সামগ্রী ব্যবহারের পর একটা ভালো ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন।

আপনার কাপড় ধোয়ার ডিটারজেন্ট-- ডিটারজেন্ট আপনাকে স্যুট করছে না অনেক সময়ে ডিটারজেন্টের কিছু উপাদানের প্রতি অ্যালার্জি থাকে অনেকের। এসব ডিটারজেন্ট ব্যবহার করলে ত্বকে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় ব্রণ হিসেবে। অনেক সময় সুগন্ধি বিহীন ডিটারজেন্ট ব্যবহার করলে এই সমস্যা কমে যেতে দেখা যায়। মুখ ধোয়ার ভুল — খুব বেশি ঘন ঘন অথবা খুব কম মুখ ধোয়ার ফলে ব্রণ হতে পারে। এর জন্য দিনে দুই থেকে চারবার মুখ ধোয়ার অভ্যাস রাখুন।

টুথপেস্ট—

অনেকে মনে করেন টুথপেস্ট ব্যবহারের ফলে ব্রণ কমে যায়। আসলে কিন্তু টুথপেস্টই হয়ে উঠতে পারে ব্রণের কারণ। ঠোঁটের চারপাশে ব্রণের উপদ্রব দেখা দিলে বুঝতে হবে আপনার টুথপেস্ট দায়ী।

নোংরা বিছানা—

বিছানার চাদর এবং বালিশের কবারে জমে যায় ধুলোবালি এবং ব্যাকটেরিয়া যা ব্রণের কারম হতে পারে। যাদের ব্রণের সমস্যা আছে তারা প্রতি দুই সপ্তাহে অন্তত বিছানার চাদর এবং বালিশের কভার পরিবর্তন করুন।

খালিপেটে করলার রস ও মধুর মিশ্রণ খাওয়ার ৭টি উপকারিতা

আপনি কি জানেন, করলার রস ও মধু একসঙ্গে খেলে প্রায় সাত ধরনের সমস্যা প্রতিরোধ করা যায়? কেবল তিন টেবিল চামচ করলার রস ও দুই টেবিল চামচ মধু একসঙ্গে মিশিয়ে প্রতিদিন সকালে খালি পেটে খেলে এই উপকার পাবেন। করলার রস ও মধু একসঙ্গে খাওয়ার গুণগুলো জানা গেছে। ডায়াবেটিস কমায়— করলার রস ও মধুর মধ্যে রয়েছে শক্তিশালী এনজাইম। এই মিশ্রণটি রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমিয়ে দিতে সাহায্য করে। এতে ডায়াবেটিসের লক্ষণগুলো কমে। শরীরের বিষাক্ত পদার্থ দূর করে— করলার রস ও মধুর মিশ্রণ রক্তের বিষাক্ত পদার্থ বের করে দিতে কাজ করে। এই ভেষজ জুস শরীরকে পরিশোষিত করে। ধূমপায়ীদের ফুসফুস পরিষ্কারে সাহায্য করে— করলার রস ও মধুর মিশ্রণ ফুসফুসে নিকোটিনের প্রলেপকে দূর করতে কাজ করে। ফুসফুস পরিষ্কারে বেশ কার্যকর এটি। অ্যাজমা কমায় — এই ভেষজ মিশ্রণটি শ্বাসতন্ত্রের যত্ন নেয়। অ্যালার্জির সংক্রমণ থেকে শরীরকে সুরক্ষা দেয়।

অ্যাজমা কমাতে সাহায্য করে— হজম ভালো করে। মিশ্রণটি পাচক রস তৈরিতে সাহায্য করে। এতে হজম ভালো হয়। ওজন কমায়— ওজন কমাতে চাইলে করলার রস ও মধুর জুস খাদ্য তালিকায় রাখতে পারেন। এটি ওজন কমাতেও কাজে দেয়।

কোষের দ্রুত বুড়িয়ে যাওয়া প্রতিরোধ এই মিশ্রণটির মধ্যে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কোষের দ্রুত বুড়িয়ে যাওয়া প্রতিরোধ এই মিশ্রণটির মধ্যে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কোষের দ্রুত বুড়িয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করে। এতে ত্বক থাকে টানটান।

রবিবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেসের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

কমিশনের প্রতি ক্ষোভ উগড়ে দিলেন বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য

বারুইপুর, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব মানুষের ভোট দিতে পারা সুনিশ্চিন্ত করা। মানুষও ভোট দিতে উৎসাহী। তবে তাঁরা আশঙ্কায় রয়েছেন ভোট দিতে পারবেন কিনা? নির্বাচন কমিশন কেন মানুষের ভোট দেওয়ার জন্য আস্থা যোগাতে পারছেন না? রবিবার প্রচারে বেরিয়ে এভাবেই নির্বাচন কমিশনের প্রতি ক্ষোভ উগড়ে দিলেন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য।

রবিবাসরীয় সকালে বারুইপুরে প্রচারে বেরিয়ে নির্বাচন কমিশনের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন যাদবপুর লোকসভার বাম প্রার্থী তথা আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। রবিবারের সকালে বারুইপুরের পদ্মপুকুর এলাকায় জেলা সিপিএমের কার্যালয় থেকে দলীয় কর্মীদের নিয়ে ভোট প্রচারে বের হন বিকাশবাবু। প্রথমে পায়ে হেঁটে ও পরে টোটোতে করে হরিহরপুর পঞ্চায়েত, মল্লিকপুর পঞ্চায়েতের বিভিন্ন জায়গায় প্রচার সারেন বিকাশবাবু। পরে তিনি আরও বলেন, "ভোট কর্মীরাও নিরাপত্তার আশঙ্কা করছেন, ভীত হচ্ছেন। তাঁদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা ও নির্বাচন কমিশন কে করতে হবে।" এর পাশাপাশি প্রশাসনের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, "প্রশাসন যদি ভোটদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে না পারে তাহলে আগামী দিনে মানুষই হাতে প্রতিরোধের ব্যবস্থা তুলে নেবেন। এটা প্রশাসনের বোঝা উচিৎ। প্রশাসন কে সঠিক দায়িত্ব পালন করতে হবে, যে শাসক তার জন্য আলাদা আইন আর যে বিরোধী তার জন্য আলাদা আইন এটা হতে পারে না। আইন মেনেই প্রশাসন কে কাজ করতে হবে।"

অন্যদিকে, রাম নবমীর মিছিল প্রসঙ্গে বিকাশবাবু বলেন, "রাজ্যে রামনবমীর মিছিল আরএসএসের আমদানি করা। এই মিছিলের বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর ব্যাবস্তা নেওয়া উচিৎ। যে মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছে তাকে গ্রেফতার কেন করা হচ্ছে না? সরকার বেআইনি কাজে উৎসাহ দিচ্ছে"। এই কেন্দ্র থেকে নিজের জয়ের ব্যাপারে বিকাশবাবু সাফ জানান, "মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। মানুষ ভোট দিতে পারলে ১০০ শতাংশ জয় নিশ্চিন্ত।" এদিন প্রচারে বেরিয়ে টোটো থেকে নেমে বাড়ির সামনে দাঁড়ান মহিলাদের সঙ্গে হাত মেলান আবার কখনও রাস্তায় ভ্যান চালকের সাথে হাত মিলিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন বিকাশবাবু। সব মিলিয়ে রবিবারের সকালের প্রচারে এই কেন্দ্রের অন্য দুই প্রার্থী তৃণমূল কংগ্রেসের মিমি চক্রবর্তী অথবা বিজেপি প্রার্থী অনুপম হাজরার থেকে অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন বিকাশবাবু।

পণের দাবিতে গৃহবধূকে খুন দেহ লোপাটের চেষ্টা, ধৃত তিন

নরেন্দ্রপুর, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : দুই লক্ষ টাকা পণ না পেয়ে গৃহবধুকে খুনের অভিযোগ স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে। খুনের পর দেহ লোপাটের চেষ্টা পরিবারের। তবে এলাকার বাসিন্দাদের তৎপরতায় ধরা পড়ে যায় পরিবারের লোকজন। মৃতার নাম অর্পিতা সেন(১৯)। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার নরেন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত রেনিয়া প্রভাত পল্লীতে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় জনরোষের জেরে অভিযুক্তের বাইকে আগুন ও বাড়িতে ভাঙচুর করে উত্তেজিত জনতা। নরেন্দ্রপুর থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতার পরিবারের সদস্যরা। অভিযোগের ভিত্তিতে মৃতার স্বামী সহ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ৪৯৮এ, ৩০৪বি, ৩৪ ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধৃতদের রবিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করবে পুলিশ।

মাত্র এক বছর আগে জয়নগরের বাসিন্দা অর্পিতার সাথে বিয়ে হয় রেনিয়ার বাসিন্দা সঞ্জয় সেনের(৩৩)। দেখাশোনা করেই তাদের বিয়ে হয়। অভিযোগ বিয়ের পর থেকেই পনের জন্য চাপ দেওয়া হত অর্পিতাকে। এমনকি তাকে মারধোর করা হত বলে অভিযোগ। স্বামী ছাড়াও ননদ সাবিয়া বিবি ওরফে বাবলি ও নন্দাই সানোয়ার হোসেন গাজী তার উপর অত্যাচার চালাত বলে অভিযোগ পরিবারের। বিয়ের সময় নগদ ৬০ হাজার টাকা ও গয়না নেয় তারা। সম্প্রতি ফের দুই লক্ষ টাকা চাওয়া হয় বলে জানিয়েছেন অর্পিতার বাবা। চৈত্র সংক্রান্তিতে বাপের বাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল অর্পিতার। মেয়ের মুখ চেয়ে সাধ্যমত টাকা দেওয়ার কথা জানান তার বাবা। কিন্তু তার আগেই শনিবার সকাল থেকেই অর্পিতার উপর অত্যাচার শুরু হয়। তাকে মারধোর করা হয়।

এলাকার বাসিন্দারা বিষয়টি জানতে পেরে তারাই উদ্যোগী হয়ে বাড়িতে গিয়ে তখনকার মত বিষয়টি মিটিয়ে দেন। প্রতিবেশীরা চলে গেলে ফের অত্যাচার শুরু হয়। বেধড়ক মারে মৃত্যু হয় অর্পিতার। তার সারা শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। শনিবার বিকেলের দিকে তার দেহ পাচারের চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ।

সেইসময় স্থানীয় বাসিন্দারা তাতে বাধা দেয়। খবর দেওয়া হয় নরেন্দ্রপুর থানায়। গৃহবধূকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালে উত্তেজিত জনতা অভিযুক্তের বাড়ি ভাঙচুরকরে ও বাইকে আগুন লাগিয়ে দেয়। পরে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। মৃতার পরিবার থেকে শুরু করে এলাকার বাসিন্দা সকলেই অভিযুক্তদের চুড়ান্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

ফের ভূমিকম্পে আতঙ্কে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

নিকোবর, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : শনিবার একই দিনে দু-দু''বার ভূমিকম্পে আতঙ্কের পর রবিবার ভোরেও কেঁপে ওঠল নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। শনিবার দু-দু''বার ভূমিকম্পে আতঙ্কের তাড়া করে বেড়াল ওই দ্বীপপুঞ্জে। এদিন ভোরে ঘুম ভাঙার আগেই একবার কেঁপে ওঠে দ্বীপপুঞ্জ। আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, শনিবার রাত ৯.৫০ মিনিটে নিকোবরে দ্বিতীয়বার কম্পন অনুভূত হয়েছে। এদিনের প্রথম ভূমিকম্পটি হয় ভোর ৪.৪৪ মিনিটে। জানা গিয়েছে, এদিন রাতে রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৫। গভীরতা ছিল ১০ কিলোমিটার। ভোরে তীব্রতা ছিল ৪.৭। এখনও পর্যন্ত হতাহতের খবর জানা যায়নি। মেলেনি ক্ষয়ক্ষতির হিসেবও।

উল্লেখ্য, শনিবার ভোরে কনন অনুভূত হয় নিকোবরে। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৪.৭। মাঝারি মাত্রার কম্পনে ফের কেঁপে উঠে নিকোবর। আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এমনিতেই ভূমিকম্প-প্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। মাঝেমধ্যে কম্পন অনুভূত হয় এই দ্বীপপুঞ্জে। এদিনের কম্পনের এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর নেই।

বাড়িতেই গুলিবিদ্ধ বিজেপি নেতা অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

ভাতার, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : নিজের বাড়িতে গুলিবিদ্ধ হলেন স্থানীয় এক বিজেপি নেতা। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের ভাতারে। গুলিবিদ্ধ বিজেপি নেতা কৃষ্ণকালী সামন্তকে রাতেই ভর্তি করা হয় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কৃষ্ণকালী সামন্তের বাড়ি ভাতারের আমারুন গ্রামে। তিনি ভাতার মণ্ডল কমিটির সভাপতি। ছেলে সম্পদ সামন্ত জানিয়েছেন, রোজকার মতো শনিবার রাতেও কৃষ্ণকালী সামন্ত খাওয়ার পর বাড়ির বারান্দায় বসেছিলেন। সেই সময়ই দুষ্কৃতীরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। প্রথম গুলিটি গায়ে লাগেনি। আত্মরক্ষার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই কৃষ্ণকালী সামন্ত মাটিতে শুয়ে পড়েন। এরপর দ্বিতীয় গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। এবার গুলি লাগে বাঁ হাতে। দুষ্কৃতীরা তিন জন ছিল বলে জানিয়েছেন সম্পদ সামন্ত। এদিকে রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন কৃষ্ণকালী সামন্ত। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে ভাতার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে রাতে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় কৃষ্ণকালী সামন্তকে।

হামলার ঘটনায় শাসকদল তৃণমূলের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন সম্পদ সামন্ত।

তিনি দাবি করেছেন, কৃষ্ণকালী সামন্তের নেতৃত্বে এলাকায় বিজেপি শক্তিশালী হয়েছে। ওদিকে ক্রমশ দুর্বল হয়েছে শাসকদল। আর সেই কারণেই এই হামলা। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি স্বপন দেবনাথ। তাঁর পাল্টা দাবি, বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দলের জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে।

রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিএম দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

মনে ভেসে ওঠে রঘুনাথগঞ্জের বাংলা নববর্ষ : বাসব চৌধুরী

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি স) : ''ছেলেবেলায় বেড়ে উঠেছি মুর্শিদাবাদে প্রবাদের সেই দাদাঠাকুরের গ্রাম রঘুনাথগঞ্জে। চোখ বুঁজলেই মনে ভেসে ওঠে ওখানকার বাংলা নববর্ষের ছবিটা।'' ১ বৈশাখের অভিব্যক্তির প্রকাশ এ ভাবেই করলেন পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বাসব চৌধুরী।

এই প্রতিবেদককে তিনি বলেন, ৫০ বছর আগে ওই গ্রামীন পরিবেশে নববর্ষের স্বাদটা ছিল অন্য রকম। এমনিতে স্কুলে ক্লাশ হত সকাল সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে তিনটে। ২ বৈশাখ থেকে বদলে সেই ক্লাশ প্রভাতী হয়ে যেত। তাই প্রতি ১ বৈশাখ ভাবতাম, কাল থেকে তো রুটিনটা বদলে যাবে। কেবল পড়ার রুটিন নয়, খাওয়ার-ঘুমোনোর সবকিছুর।

ছেলেবেলায় দেখা ১ বৈশাখের সন্ধ্যাও অমলিন হয়ে আছে আমার চোখে। বাবা পেশায় ছিলেন আইনজীবী। আমার কাছে তিনি ছিলেন দেবতুল্য। তাঁর হাত ধরে বা তাঁর কথায় যেতাম পাড়ায় চন্দ্রদের দোকান ও বাঁকু, রামকৃষ্ণ পাল, বামচাঁদের (বামাচন্দ্র পাল) দোকানে। ওঁদের কাকা, জ্যাঠা বলে সম্বোধন করতাম। পাঁচ টাকা করে দিয়ে আসতাম। লাল খেড়োর খাতায় ভক্তি-সহকারে লিখে রাখতেন। চন্দ্রদের বড় দোকান। বাবার কথায় ওখানে দিতাম ১০ টাকা। বিনিময়ে মিষ্টির প্যাকেট, ক্যালেন্ডার পেতাম। কিন্তু তার চেয়েও বড় ছিল দোকানদার, তাঁর স্ত্রী-কন্যার আন্তরিক চাহনি। মনে হত ওই একটা উপস্থিতি কত কাছে এনে দিল আমাদের। ১ বৈশাখ যেন এক সূত্রে গেঁথে দিল পরস্পরকে। শহুরে জীবনে এসে আস্তে আস্তে দেখেছি নববর্ষের রঙটা বদলে গিয়েছে। যত দিন গিয়েছে, পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত যেন আলগা হয়ে গিয়েছে। অনেক পরে রঘুনাথগঞ্জে গিয়ে মেলাতে পারিনি ছেলেবেলার সেই গ্রামকে। কোথায় গেল সেই খোলা আকাশ, উদার সবুজ, ফুলের গন্ধ, শাখাওয়াতের ফলের দোকান? ১ বৈশাখ মানে আজ আমার মনের কোনে তাই ভাসিয়ে তোলে স্মৃতির ধারাপাত। বিস্মরণের ধুলো সরালেই জেগে ওঠে রঘুনাথগঞ্জের নববর্ষ।

রঙালি বিহু ও বাংলা-অসমিয়া নববর্ষের শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী সনোয়ালের

গুয়াহাটি, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : রঙালি বিহু এবং বাংলা ও অসমিয়া নববর্ষ উপলক্ষে অসমের সর্বস্তরের জনসাধারণের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। এক বার্তায় শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নতুন বছর রাজ্যের সকল শ্রেণির জনসাধারণ যাতে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারেন এবং সকলের জীবনে যাতে সমৃদ্ধি কেড়ে আনে সেজন্য পরম করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন তিনি।

বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিহু আমাদের মনোজগতের উৎকর্ষতার পরিচয় তুলে ধরে বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীর মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ববোধের বন্ধন শক্তিশালী করে আসছে। কৃষিভিত্তিক উৎসব বিহু আমাদের শক্তিশালী জনজীবনকে উৎকর্ষ করার ছয়ের পাতায়

রঙালি বিহু ও নববর্ষে রাজ্যপাল অধ্যাপক মুখির শুভেচ্ছা

গুয়াহাটি, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : রঙালি বিহু উপলক্ষে রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি রাজ্যবাসীকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক বিবৃতিতে রাজ্যপাল রঙালি বিহু তথা অসমিয়া নতুন বছর রাজ্যে শান্তি, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের বাতাবরণ সৃষ্টি করবে বলে আশাব্যক্ত করেছেন রাজ্যপাল।

রাজ্যপাল বলেন, পুরনো গ্লানি দূর করে রঙালি বিহু সকলের মন-প্রাণ রঙিন হয়ে ওঠার পাশাপাশি সকলের জীবন সমৃদ্ধশালী করতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন তিনি। রঙালি বিহু উদযাপনের মাধ্যমে অসমিয়া নতুন বছরকে স্বাগত জানাচ্ছেন রাজ্যবাসী। নতুন বছরের দিনগুলি অসমের জন্য যেন অফুরন্ত সুখ ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসে, ছয়ের পাতায়

মনোরম আবহাওয়া রাজধানী দিল্লিতে, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২১.৮ ডিগ্রি

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল (হি. স.) : রবিবাসরীয় সকালে রোদ ঝলমলে মনোরম আবহাওয়ায় ঘুম ভাঙল দিল্লিবাসীর। গরম ধীরে ধীরে বাড়ছে রাজধানীতে। তবে, এখনও পর্যন্ত আবহাওয়া মনোরম। দিল্লির আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, এদিন দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা এই মরশুমের স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে এক ডিগ্রি বেশি।

এদিন দিল্লির বাতাসে আর্দতার পরিমাণ ছিল ৫৪ শতাংশ। গোটা দিন জুড়েই আকাশ পরিষ্কার থাকবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছেন আবহাওয়া দফতরের আধিকারিকেরা। তবে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই বলেও জানিয়েছেন তাঁরা। দিল্লির আবহাওয়া দফতরের এক আধিকারিক জানান, এদিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে। উল্লেখ্য, শনিবার রাজধানী দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

জম্মু কাশ্মীরে প্রধানমন্ত্রীর জনসভার আগে আত্মঘাতী হামলার ছক, সতর্ক সেনা

শ্রীনগর, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : রবিবার জম্মু কাশ্মীরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্বাচনী সভার আগে আত্মঘাতী হামলার ছক কষেছে জঙ্গিরা। বিভিন্ন সূত্র মারফত এমনই খবর পেয়েছে ভারতের গোয়েন্দা এজেন্সিগুলি। তাই কালবিলম্ব না করে সেনাকে সতর্ক করা হয়েছে। গোয়েন্দা এজেন্সির কাছ থেকে রিপোর্ট পেয়ে উপত্যকার হাইওয়েতে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা।

গোয়েন্দারা তাদের রিপোর্টে জানিয়েছে, এদিন সকালে সেনা কনভয়ে হামলা হতে পারে। তবে এবার গাড়িতে নয় বাইকে চেপে আত্মঘাতী হামলা করতে পারে জঙ্গিরা। পুলওয়ামা ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে কোনও ঝুঁকি না নিয়ে সাতটা থেকে ৯টা পর্যন্ত সেনা কনভয়ের যাতায়াতের উপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। শ্রীনগর ও আশেপাশের এলাকাগুলিতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা। চলতি বছর ১৪ ফেব্রুয়ারি এযাবতকালের ভয়াবহ জঙ্গি হামলার সাক্ষী থাকে গোটা দেশ। সেনা কনভয়ের উপর আত্মঘাতী জঙ্গি হামলা হয়। ৬০ কেজি ওজনের অত্যন্ত শক্তিশালী আরডিএক্স বিস্ফোরণ ব্যবহার করা হয়েছিল। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে জওয়ানদের দেহ ৭০-৮০ মিটার দুরে ছিটকে পড়ে। হামলার দায় স্বীকার করে জইশ-ই-মহম্মদ।

লোকসভা নির্বাচন ২০১৯ : উত্তরপ্রদেশে ষোলজনের প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করল বিএসপি

লখনউ, ১৪ এপ্রিল (হি. স.) : শুরু হয়ে গিয়েছে সাধারণ নির্বাচন। গত ১১ এপ্রিল প্রথম দফার ভোট দিয়ে শুরু হয় দেশের সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন। এরই মধ্যে রবিবার উত্তরপ্রদেশের ষোলটি লোকসভা আসনে প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করল বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)। উত্তরপ্রদেশে জোট করে ভোটে লড়ছে বিএসপি এবং সমাজবাদী পার্টি (সপা)। এদিন সকালে বিএসপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে দলের কেন্দ্রীয় মহাসচিবের সই করা একটি বিজ্ঞপ্তি মারফত এই ষোলজন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে বিএসপি।

এদিন উত্তরপ্রদেশের লালগঞ্জ (তফশিলি জাতি), বাঁসগাওঁ (তফশিলি জাতি) এবং মছলীশহর (তফশিলি জাতি) এই তিনটি লোকসভা আসন সহ মোট ১৬টি আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে বিএসপি। এই প্রার্থীতালিকায় উল্লেখযোগ্য, সুলতানপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিএসপি প্রার্থী চন্দ্রভদ্র সিং, প্রতাপগড় লোকসভা কেন্দ্রে অশোক কুমার ত্রিপাঠি, অম্বেডকরনগর কেন্দ্রে রিতেশ পান্ডে, লালগঞ্জ (তফশিলি জাতি) লোকসভা কেন্দ্রে মতি সঙ্গীতা, গাজীপুর লোকসভা আসনে আফজল আনসারি এবং মছলীশহর (তফশিলি জাতি) লোকসভা কেন্দ্রে ডি. রাম, বাঁসগাওঁ (তফশিলি জাতি) আসনে সদল প্রসাদ, জৌনপুর লোকসভা কেন্দ্রে শ্যাম সিং যাদব এবং ভাদোহী কেন্দ্র থেকে রঙ্গনাথ মিশ্রা প্রমুখ। উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবে আগামী ২৩ মে।

কিশত্বরের ঘটনার পর ষষ্ঠদিনেও অব্যাহত কার্ফু

শ্রীনগর, ১৪ এপ্রিল (হি. স.) : ষষ্ঠদিনেও কার্ফু জারি কিশত্বরে। জম্মু ও কাশ্মীরের কিশত্বরের সাম্প্রদায়িকভাবে সংবেদনশীল অঞ্চলে গত মঙ্গলবার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর এক প্রান্ত সহ সেবা প্রমুখ চন্দ্রকান্ত শর্মা এবং তাঁর সুরক্ষাকর্মী (পার্সোনাল সিকিউরিটি অফিসার) সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে নিহত হন। তারপর থেকেই এলাকায় জারি হয়েছে কার্ফু। রবিবার ষষ্ঠ দিনে পড়ল কার্ফু। কিশত্বরের ঘটনার প্রতিবাদে প্রাচীন শহরটির একাধিক জায়গায় চলছে বিক্ষোভ কর্মসূচি।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে জেলাজুড়ে বন্ধ রাখা হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা। তবে প্রতিবেশী ডোডা এবং রামবান জেলায় শুক্রবার থেকে ইন্টারনেট পরিষেবা চালু হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এদিন কিশত্বরে কার্ফু জোরদার করার পাশাপাশি সেনাও মোতায়েন রয়েছে বলে জানিয়েছেন কিশত্বরের ডেপুটি কমিশনার এ এস রানা। তিনি আরও বলেন, সিআরপিএফ এবং পুলিশকে সহায়তা করছে সেনা। কিশত্বর শহরের একাধিক জায়গায় কিছু বিক্ষোভ কর্মসূচি হলেও কোনও বড় ঘটনার খবর নেই। এব্যাপারে বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পাশাপাশি প্রতিটি বাড়িতে তল্লাশিও চালাচ্ছে পুলিশ। তবে, শুক্রবার সন্ধ্যার পর থেকেই পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছে।

বাংলা নববর্ষকে বরণ করতে ব্যস্ত রমনীরা। ছবি- নিজস্ব।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহবান

ঢাকা,এপ্রিল ১৪।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমগ্র দেশবাসীকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধভাবে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা আমাদের সকল কর্মের মধ্যদিয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণ করে যাবো। বাংলাদেশ হবে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ। যে বাংলাদেশের স্বপ্ন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দেখেছিলেন।আর সেই বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আমি সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহবান জানাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ রোববার সকালে তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবনে দল এবং বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময়কালে একথা বলেন।

বাংলা নববর্ষ সবার জীবনকে সুন্দর এবং উদ্ভাসিত করে তুলবে এবং বাংলাদেশে তাঁর সরকারের নেতৃত্বে চলমান উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে বলেও প্রধানমন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, বাংলা নতুন বছর-১৪২৬ এর নতুন সূর্য সবার জীবনকে সুন্দর করুক, উদ্ভাসিত করুক, সফল করুক সেটাই আমি কামনা করি।

শেখ হাসিনা বলেন, আমি এটুকুই আশা করবো যে, আমাদের যে উন্নয়নের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে সেই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে। বিশ্ব দরবারে বাঙালি জাতি সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে চলবে। বিশ্বে বাংলাদেশ একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে উঠবে।

তিনি আরো বলেন, বাংলা নববর্ষ, পুরাতন বছরকে পেছনে ফেলে আমরা নতুন বছরে পদার্পন করছি। সমগ্র বাঙালি জাতিকে এই নববর্ষে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। শুভ নববর্ষ।

নতুন বছর বাঙালি জাতির জন্য নতুন বার্তা বয়ে আনুক, এমন আশাবাদ ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন করবো, আমরা আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করবো।যখন বাংলাদেশে হতদরিদ্র বলে কিছু থাকবে না বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

প্রধানমন্ত্রী এ সময় গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করায় দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীসহ সমগ্র দেশবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

তিনি বলেন,বিশেষ করে আওয়ামী লীগ এবং আমাদের সহযোগী সংগঠনের সকল নেতা-কর্মীকে আমি বিশেষভাবে শুভেচ্ছা জানাই, শুভেচ্ছা জানাই গত নির্বাচনে যারা আওয়ামী লীগকে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে জাতির সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন তাদেরকে।

শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতার নেতৃত্বে আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছি। আজকে আমাদের লক্ষ্য জাতির পিতার আদর্শ বাস্তবায়নের মধ্যদিয়ে সারা বিশ্বে বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলা। আমরা তা করতে পারবো।তিনি এ সময় পুনরায় দেশে এবং প্রবাসে অবস্থানকারী সকল বাঙালিকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান।

বক্তব্যের শুরুতেই শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু, চার জাতীয় নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং সম্ভ্রমহারা দুই লাখ মা-বোনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান।

সংসদের উপনেতা এবং দলের জ্যেষ্ঠ সভাপতিমন্ডলীর সদস্য সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এইচ টি ইমাম, আমির হোসেন আমু এবং তোফায়েল আহমেদ, সভাপতিমন্ডলীর সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী, শেখ ফজলুল করিম সেলিম এবং এডভোকেট সাহারা খাতুন অন্যান্যের মধ্যে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর কন্যা এবং বিশ্ব অটিজম আন্দোলনের অগ্রপথিক সায়মা ওয়াজেদ হোসেন এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানস্থল গণভবনের ব্যাংকোয়েট হলে প্রবেশ করলে আওয়ামী লীগ এবং এর সহযোগী সংগঠনের শিল্পীবৃন্দ বিখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত এবং বর্ষবরণের গান ‘এসো হে বৈশাখ’ এবং ‘আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে’ পরিবেশন করেন।

সনোয়ালের

পাচের পাতার পর

পাশাপাশি আমাদের চিন্তাভাবনাকে গতিশীল সত্ত্বায় রূপান্তরিত করছে।’ তিনি বলেন, বিহুর নান্দনিক সৌরভ সীমার পরিধি ভেঙে বিশ্বস্তরে ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। বিহু উদযাপনের মাধ্যমে রাজ্যে শান্তি-সম্প্রীতি এবং ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবেশ আরও বেশি করে সুদৃঢ় করা ছাড়াও জনসাধারণের সাংস্কৃতিক উদ্বেলতা বাড়িয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাওয়ার পরিবেশ গড়ে তুলবে বলেও আশা ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল।

শুভেচ্ছা

পাচের পাতার পর

শান্তি ও সম্প্রীতিতে ভরে ওঠে, পারস্পরিক সম্পর্ক আরও আরও মজবুত হয়, নববর্ষে নবউদ্দীপনায় রাজ্য যেন দ্রুতগতিতে এগিয়ে যায় তা-ই কামনা করছেন তিনি।

পালিত রাজ্যে

আটের পাতার পর

তার জীবনাদর্শ নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরায় প্রয়োজনীয়তা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন তিনি।

সরকারী উদ্যাগে ডঃ বি আর আম্বেদকরের জন্মদিবস পালিত অনুষ্ঠানে সরকারী দপ্তরের আধিকারিকরা সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও সমাজসেবী সহ বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করেন।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পাঁচজনের মৃত্যু

তিনের পাতার পর

সে সময় বজ্রপাতে তাঁর মৃত্যু হয়। একিভাবে কৃষিখেতে কাজ করছিলেন সোমেশ এবং লোকমান আলি। বজ্রপাতে তাঁদের শরীর ঝলসে যায়। তাদেরও ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়।

এদিকে, নিম্ন অসমের বরপেটা জেলার কলগাছিয়ায় জাহিদা খাতুন নামের এক নাবালিকারও বজ্রপাতে মৃত্যু হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। সকালে বজ্রপাতের সময় জাহিদা তাদের ঘরের বাইরে ছিল।

রঙালি বিহুর মাদকতায় যখন গোটা রাজ্য আচ্ছন্ন, তখন এ ধরনের মর্মান্তিক ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে শোক বিরাজ করছে।

তৃণমূল

তিনের পাতার পর

ভোটকে সামনে রেখেই যে রামের শরণাপন্ন তৃণমূল, কোনও রাখঢাক না করে নিজেই সেকথা বলেন রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। স্পষ্টই বলেন, ‘শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না’। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সাফ জানান, ‘রামনবমীতে দলের পতাকা নিয়েই মানুষের কাছে যাচ্ছি’। অর্থাৎ রামের কাঁধেই ভর দিয়ে নির্বাচনী বৈতরণী পার করতে চায় তৃণমূল , তা স্পষ্ট করে দেন অরূপ বিশ্বাস।

উত্তরে শিলিগুড়ির পাশাপাশি পশ্চিম পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়ার লাল মাটিতেও চোখে পরেছে তৃণমূলের রামনবমীর মিছিল। রামনবমী উপলক্ষে বিজেপির মিছিলে শনিবার কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল শহর। রবিবার পুরুলিয়ার বুকে পাল্টা মিছিল করল তৃণমূল। স্থানীয় বাসিন্দারা যদিও বলেছেন, তৃণমূলের রামনবমীর মিছিল নাকি গতকালকের ভিড়কে টেক্কা দিতে পারেনি।

শোভাযাত্রা

আটের পাতার পর

হাজার মানুষ পায়ে পা মিলিয়ে বর্ণময় মঙ্গল শোভাযাত্রা করেন। গোটা পৃথিবীতে তা সাড়া ফেলে দিয়েছে। এর জন্য ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ইউনেস্কো এই শোভাযাত্রাকে ”মানবতার অমূল্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য” হিসেবে ঘোষণা করেছে।

এদিন বিকেল ৪টেয় বাংলাদেশ গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র (৩, সোহরাওয়ার্দী এভিনিউ, কলকাতা ৭০০০১৭) থেকে বাংলাদেশ হাই কমিশন পর্যন্ত হবে শোভাযাত্রা। বিকেল ৫টায় উপ হাইকমিশন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ বাংলার দুই বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীরা কবিতা পাঠ, গান করবেন এবং নৃত্য পরিবেশন করবেন।

খোঁচা প্রিয়াঙ্কার

● প্রথম পাতার পর

মদত করেন, কংগ্রেস আমলে চালু পাঁচগ্রাম ও নগাঁওয়ের কাগজ কল বন্ধ করে দিয়েছে বিজেপি সরকার। চা শ্রমিকদের উন্নয়নে ব্যর্থ হয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। বিজেপির আমলে আজ মহিলারা মোটেও সুরক্ষিত নন।

প্রিয়াঙ্কা বলেন, গুজরাট থেকে নির্বাচিত মোদীজি। অথচ তাঁর গৃহরাজ্যের খবর নেওয়ার সময় নেই। নিজের রাজ্যের জন্য সময় দেবেন কী করে, তিনি তো বেশিরভাগ সময় বিদেশ ভ্রমণেই ব্যস্ত থাকেন।

ভাষণে তিনি প্রার্থী সুস্মিতা দেবের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। মহিলা কংগ্রেস নেত্রী হিসেবে দিল্লির রাজপথ কাঁপিয়েছেন সুস্মিতা। নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে সুস্মিতার মধ্যে। সুস্মিতা একজন সত্যবাদী নিষ্ঠাবান মজবুত নেত্রী, তাঁর মধ্যে ঠাকুমা ইন্দিরার প্রতিচ্ছবি তিনি দেখেন বলেও বক্তৃতায় মন্তব্য করেছেন প্রিয়াঙ্কা।

কংগ্রেসের যাঁরা সমালোচনা করেন, তাঁদের দলের ইস্তাহার ভালো করে অধ্যয়ন করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। শুনিয়েছেন কংগ্রেসের ন্যূনতম আয়-যোজনার কথাও। তিনি বলেন, অসমে যতজনকে প্রার্থী করা হয়েছে তাঁদের সবার যোগ্যতা পরীক্ষা করেই টিকিট প্রদান করেছে দল। অসমে কংগ্রেসের প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হবেন বলে দাবি করেছেন তিনি।

বিমান

● প্রথম পাতার পর

সিপিএমের আসন সমঝোতা হওয়ায় কথা ছিল। তা না হওয়ায় ক্ষতি হয়েছে বামপন্থীদের। সুবিধা পেয়েছে তৃণমূল-বিজেপি’।

রবিবার শিলিগুড়িতে দার্জিলিঙের প্রার্থী সমন পাঠকের হয়ে আজ প্রচারে বেরোন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু, অশোক ভট্টাচার্য, দার্জিলিং জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক জীবেশ সরকারসহ অন্য বাম নেতারা। পদযাত্রা শেষে বিমান বসু বলেন, ‘বিজেপি দেশের শত্রু। বিজেপি দেশজুড়ে অসাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি করে মানুষের মধ্যে বিভাজন করছে। অপরদিকে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে গণতন্ত্রের টুঁটি টিপে ধরেছে। ফলে আসন সমঝোতা না হওয়ায় চক্রান্তকারীদের সুবিধা হল। বিজেপি-তৃণমূলের সুবিধা হল’। সেইসঙ্গে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মিথ্যুক বলেন। বিমান বসু বলেন, ‘উনি বলছেন, সিপিএম নাকি কংগ্রেস, বিজেপির সঙ্গে সমঝোতা করছে। আসলে উনি মিথ্যুক। আমরা কারোর সঙ্গে সমঝোতা করিনি। বামেরা আছে মেহনতি মানুষের সাথে’।

লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ও তৃণমূলকে রুখতে আসন সমঝোতার কথা চালাচ্ছিল কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট। কিন্তু, সমস্যা তৈরি হয় জয়ী আসন নিয়ে। রায়গঞ্জে গতবার জেতেন মহম্মদ সেলিম। কিন্তু, এবার কংগ্রেস সেই আসনটি চায়। দীপা দাশমুন্সিকে দাঁড় করানোর কথা বলে। কিন্তু, বামফ্রন্ট ওই আসনটি ছাড়তে চায়নি। এরপর সাংবাদিক বৈঠক করে বিমান বসু প্রার্থী তালিকাও ঘোষণা করে দেন। সেখানে কংগ্রেসের জেতা আসন বাদ দিয়ে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়। এরপর অবশ্য কংগ্রেস রায়গঞ্জে প্রার্থী ঘোষণার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে আসন সমঝোতা আর হয়নি। এবিষয়ে আজ বিমান বসু বলেন, ‘কংগ্রেস আর সিপিএমের তো জোট নয় আসন সমঝোতা হওয়ার কথা ছিল। তা না হওয়ায় ক্ষতি হল বামপন্থীদের। বিজেপি ধর্মের নামে মেরুকরণ করছে। তা দেশের পক্ষে বিপজ্জনক। কারণ আমরা চেয়েছিলাম বিজেপিকে হটিয়ে রাজ্যবাসী তথা দেশবাসীর স্বার্থে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে। আসন সমঝোতা না হওয়ায় বিজেপি ও তৃণমূল বিরোধী ভোটটাও বিভাজন হয়ে যাবে। আদতে যা মানুষের ক্ষতি। সাধারণ মানুষ সবটাই বুঝতে পারছে এখন। তাই তারা বামপন্থীদের সাথ দিচ্ছে’।

পূর্ব আসনে লড়াই, ঝড়ো প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৪ এপ্রিল ।। মাঝে আর কয়েকটা দিন। এরপরই সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ পর্ব অনুষ্ঠিত হবে ১৮ এপ্রিল। ২নং পূর্ব ত্রিপুরা উপজাতি সংরক্ষিত আসনের জন্য সব রাজনৈতিক দলগুলিই মরিয়া হয়ে নিজেদের ব্যাপক প্রচারাভিযান সংগঠিত করছে। প্রতিদিনই বিজেপি-কংগ্রেস- সিপিএণ - আইপিএফটি'র সভা হচ্ছে। তবে প্রচারে বাধার সম্মুখিন হচ্ছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। এর মধ্যেই শনিবার দিনটি খোয়াই বিধানসভা কেন্দ্র প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দলের ব্যাপক প্রচারে সরগরম হয়ে উঠে।

পূর্ব ত্রিপুরা আসনে বিজেপি মনোনিত প্রার্থী রেবতি কুমার ত্রিপুরার সমর্থনে বিজেপি খোয়াই মন্ডলের উদ্যোগে এক নির্বাচনী জনসভঅর আয়োজন করা হয়। এই নির্বাচনী জনসভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিথ ছিলেন বিজেপি রাজ্য প্রভারী সুনিল দেওধর। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সম্পাদক অমিত রক্ষিত, প্রার্থী রেবতি কুমার ত্রিপুরা, বিজেপি খোয়াই মন্ডল সভাপতি সুব্রত মজুমদার, বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য বিশ্বজিৎ দত্ত সহ অন্যান্যরা। প্রধান বক্তার ভাষণে সুনীল দেওধর রাজ্যের সিপিএম ও কংগ্রেস দলের তীব্র সমালোচনা করেন।

অপরদিকে একই দিনে কংগ্রেস মনোনিত প্রার্থী প্রজ্ঞা দেববর্মণের সমর্থনে খোয়াইতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ব্লক কংগ্রেস সভাপতি নিখিল চক্রবর্তী, রাজ্য কমিটির সদস্য অজয় চন্দ্র দাস, কংগ্রেস নেতা সুবীর নাথশর্মা, কংগ্রেস সেবাদলের মুখ্য সংগঠক ঝুটন দেবনাথ সহ অন্যান্যরা। লোকসভা নির্বাচনে পূর্ব ত্রিপুরা আসনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পাল তোলে শনিবার খোয়াই সরকারী দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের মাঠে আইপিএফটি পূর্ব ও পশ্চিম ডিভিশন কমিটির উদ্যোগে হয় নির্বাচনী জনসভা। উক্ত জনসভায় উপস্থিত ছিলেন দলীয় প্রার্থী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা। ছিলেন বর্তমান জোট সরকারের কেবিনেট মন্ত্রী তথা আইপিএফটি নেতৃত্ব মেবার কুমার জমাতিয়া, বিধায়ক প্রশান্ত কুমার দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। তিপ্রাল্যান্ডের দাবি নিয়ে সুর চওড়া করেন এনসি, মেবার সহ অন্যান্য বক্তারা।

স্কুল বন্ধ, তবুও সরকারি খাত থেকে উঠছে মিডডে মিলের টাকা - শিক্ষককে শোকজ বিডিওর

ক্যানিং, ১৪ এপ্রিল (হি. স.) : স্কুল বন্ধ। তবুও প্রতিদিনের মতোই নিয়ম মেনে সরকারি কোষাগার থেকে সেই স্কুলের মিডডে মিলের খরচ হিসেবে টাকা উঠছে। বিষয়টি সামনে আসতেই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিলেন ক্যানিং ১ ব্লকের বিডিও নিলাদ্রি শেখর দে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিংয়ের ডাবু জয়রাম খালি এফ পি স্কুলের ঘটনা।স্কুলে ভোট কেন্দ্র তৈরির জন্য শুক্রবার ডাবু জয়রাম খালি এফ পি স্কুল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন সেক্টর অফিসার। সেখানে গিয়ে সেক্টর অফিসার সুমিত ঘোষ দেখেন দুপুর বারোটা দশ নাগাদ বন্ধ স্কুল। সেখান থেকেই সুমিতবাবু ব্লক প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করেন। কিন্তু সরকারি ছুটি না থাকা সত্ত্বেও কেন স্কুল বন্ধ সে সম্পর্কে প্রাথমিক স্কুল শিক্ষা দফতর বা মিডডে মিলের দায়িত্বে থাকা ব্লক প্রশাসনের কাছে কোনও সূচনা ছিল না। শুধু তাই নয়, স্কুল চলছে দাবি করে অন্যান্য দিনের মত শুক্রবার ও স্কুলের দায়িত্বে থাকা ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দেবাশিস সরদার ১৩৯ জন ছাত্রের মিড ডে মিল রান্নার হিসেব এস এম এসের মাধ্যমে জানিয়েছেন। এই ঘটনায় ব্লক প্রশাসনের সন্দেহ তীব্রতর হয়। সরকারি কোষাগারের টাকা তছরুপ হচ্ছে সন্দেহ করে শুক্রবারই ঘটনার তদন্ত করতে ওই স্কুলে তদন্তের জন্য কর্মীদের পাঠান ক্যানিং ১ ব্লক সমষ্টি আধিকারিক নিলাদ্রি শেখর দে।স্থানীয় মানুষজনের কাছে প্রশাসনের তরফ থেকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়। মাঝেমধ্যেই স্কুল বন্ধ থাকার কথা ও প্রশাসনকে জানান স্থানীয় মানুষজন। এই ঘটনার পর শুক্রবারই ক্যানিং ১ ব্লকের বিডিও অভিযুক্ত শিক্ষককে সাত দিনের মধ্যে কারন দর্শানোর নির্দেশ দেন। এ বিষয়ে বিডিও বলেন, “শুক্রবার স্কুল বন্ধ থাকলেও মিড ডে মিলের জন্য বরাদ্দ চেয়ে এস এম এস পাঠিয়েছেন ওই শিক্ষক। কি কারণে স্কুল বন্ধ করলেন উনি, আর স্কুল বন্ধ থাকলেও কেন পড়ুয়াদের মিডডে মিল দেওয়া হচ্ছে বলে মিথ্যে বলেন তা জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।” বিষয়টি ক্ষতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন ক্যানিং সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক অর্পিতা রায় চৌধুরীও। যদিও এ বিষয়ে অভিযুক্ত শিক্ষকের সাথে বারে বারে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি। এসএমএসেরও কোনও উত্তর তিনি দেননি।

নন্দ লাল প্রয়াত

তিনের পাতার পর

পর্যন্ত বালাচাউর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে চারবার বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। অনেক দিন ধরে মারণ ক্যান্সার রোগে ভুগছিলেন নন্দ লাল। মোহালির একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। এক শোকবার্তায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরেন্দ্র সিং বলেন, ভদ্র এবং জনগণের নেতা ছিলেন নন্দ লাল। সমাজের প্রান্তিক মানুষদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে গিয়েছিলেন তিনি। সমাজের তৃণমূল স্তরের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল। তাঁর মৃত্যুতে শূন্যতার তৈরি হয়েছে। সোমবার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে চন্দ লালের।

আচরণবিধিতে ছাড়

আটের পাতার পর

রবীন্দ্রনাথের এই সম্মান প্রত্যাখ্যান করে একটি চিঠি টেলিগ্রামের মাধ্যমে ভাইসরয়ের অফিসে পাঠিয়ে দেন। দেশের মানুষের কাছেও চিঠিটি পৌঁছে দিতে তিনি দেরি করেননি। ৩ জুন কলকাতার ”দি স্টেট্স্ম্যান” পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয়। কবি নিজেই একটি বাংলা অনুবাদ করেন। এটি পরে ”দৈনিক বসুমতী” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবির ঘনিষ্ঠ বন্ধু বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু দার্জিলিং থেকে লিখলেন, ”বন্ধু, তুমি ধন্য।” সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখলেন, ”দেশের বেদনার মধ্যে আমরা যেন নতুন করে পেলাম রবিবাবুকে। এবার একা তিনিই আমাদের মুখ রেখেছেন।

বাম নেতারা

● প্রথম পাতার পর

প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র বলেন, পশ্চিম আসনে ভোটের অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্ট ঐক্যবদ্ধভাবে ভোটাররা এগিয়ে না গেলে নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হবেই। তাঁর সাফ কথা, পশ্চিম আসনে ভোটের পুনরাবৃত্তি পূর্ব আসনেও হতে পারে। তাই, ঐক্যবদ্ধভাবে ভোটারদের ভোট দিতে যেতে হবে। তবেই, ভোটাররা তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। তিনি জানান, পশ্চিম আসনে ব্যাপক রিগিংয়ের অভিযোগ দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনে জানানো হয়েছে। বেশ কিছু বুথে পুনঃ ভোটের দাবিও জানানো হয়েছে। তাঁরা আশাবাদী, রাজ্যে বহু বুথে পুনঃ ভোট হবে। এদিন প্রদেশ কংগ্রেস ভোটারদের ঐক্যবদ্ধভাবে ভোট দিতে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দিলেও শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছে।

বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্যের কথায়, বিধানসভা নির্বাচনের আগে সিপিএম সাংসদ ঝর্ণা দাস বৈদ্য যে কায়দায় হুমকি দিয়েছিলেন একই ভাবে পিসিসি সভাপতি বিজেপি কর্মীদের দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। তাঁর দাবি, রাজ্যে উত্তেজনার সৃষ্টির জন্যই পিসিসি সভাপতি এ ধরনের আচরণ শুরু করেছেন।

বিরোধীদের

● প্রথম পাতার পর

নাম অনলাইনের মাধ্যমে মুছে ফেলা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের কাছে এই সংক্রান্ত বিশাল তালিকা দেওয়া হয়েছে। ভিভিপ্যাটের পেপার ট্রায়ালে ন্যূনতম ৫০ শতাংশ গোণাটা একান্ত জরুরি। একই কথা সুপ্রিক কোর্টেও জানানো হয়েছিল।

এদিন চন্দ্রবাবু নাইডু পুনঃনির্বাচনেরও দাবি তোলেন। ৪৫৮৩ ইভিএম অন্ধ্রপ্রদেশের নির্বাচনে বিকল হয়ে গিয়েছিল। শনিবার বিষয়টি নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুনীল অরোরার সঙ্গে দেখা করেন চন্দ্রবাবু নাইডু। পাশাপাশি তিনি দাবি করেছিলেন সাংবিধানিক কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে চূড়ান্ত ভাবে ব্যর্থ হয়েছে নির্বাচন কমিশন।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

কারণ নিয়ে ধোঁয়াশায় রয়েছে পুলিশ। তবে, মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় একটি মামলা নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

ডেপুটেশন

● প্রথম পাতার পর

ডেপুটেশান প্রদান করেছে ভারতীয় মজদুর সংঘ। অবিলম্বে এ ব্যাপারে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে সংগঠন বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

গত ৪ঠা এপ্রিল স্কুলবাস চালক কালীপদ ঘোষকে চন্দ্রপুর আইএনপিটিতে রানিরবাজার এলাকার সমাজদ্রোহী লিটন ঘোষ শারীরিকভাবে নিগৃহীত করে। তার কাছ থেকে টাকা পয়সা ছিনতাই ও তাকে প্রাণনাশের হুমকিও দেয়। এ ব্যাপারে আগরতলা পূর্ব থানায় অভিযুক্তের নামধান উল্লেখ করে মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেনি। তাতে মোটর শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ চরম আকার ধারণ করেছে। এরই প্রতিবাদে এবং অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের দাবিতে রবিবার ভারতীয় মজদুর সংঘ ডেপুটেশন প্রদান করে।

অবিলম্বে সমাজদ্রোহীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা না নিলে স্কুলবাস চালক সহচালক সহ মোটর শ্রমিকরা আন্দোলনে শামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

পূর্বাভাস

আটের পাতার পর

পারদ চড়ার জেরে মেঘ জমে মাঝে কোনও ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি না হলে এখন কলকাতার তাপমাত্রার পারদ কিছুদিন উপরের দিকেই থাকবে বলে জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

বাংলাদেশে

আটের পাতার পর

উপস্থাপনের জন্য নানা বিষয় স্থান পায়।মঙ্গল শোভাযাত্রায় নিরাপত্তার কড়াকড়ি থাকলেও তারুণ্যের উচ্ছ্বাসের কাছে হার মানে সবকিছুই। ঢাক-ঢোলের বাদ্য আর তালে তালে তরুণ-তরুণীদের নৃত্য, হৈ-হুল্লোড় আর আনন্দ-উল্লাস মাতিয়ে রেখেছিল পুরো শোভাযাত্রা। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে হওয়া এ মঙ্গল শোভাযাত্রা।কেবল দেশের বড় শহরগুলোতেই নয়- এবারের বর্ষবরণ দেশের উপজেলা থেকে ইউনিয়ন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।সকল বিভাগীয় শহর, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, উপজেলা শহর ও নদীবন্দর এলাকায় সকালে শোভাযাত্রার মধ্যদিয়ে বাংলা নববর্ষ বরণ উৎসব শুরু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদযাপিত হয়েছে বাংলা নববর্ষ-১৪২৬। ক্যাম্পাসে দিনব্যাপী বর্ষবরণের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করে। এসব আয়োজনের মধ্যে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি। কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের উদ্যোগে নাটমন্ডলে নাটক ও সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সকাল ৯টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদ প্রাঙ্গণ থেকে বাংলা নববর্ষের বর্ণিল আকর্ষণ ‘মঙ্গল শোভাযাত্রা’র উদ্বোধন করা হয়।

এর আগে ‘এসো হে বৈশাখ’ শিরোনামে নতুন বছরের সমৃদ্ধি কামনায় সকাল ৮টায় বিশ্ববিদ্যালযের সংগীত বিভাগের উদ্যোগে কলাভবন সংলগ্ন ঐতিহাসিক বটতলায় সংগীতানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বর্ষবরণ উৎসবের শুরু হয়। এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের ঐতিহাসিক আমতলার মুক্তমঞ্চে খেলাঘর কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে পরিবেশিত হয় শিশুদের বৈশাখ বরণ অনুষ্ঠান। পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের উদ্যোগে সন্ধ্যায় শুরু হয়েছে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান।

মঙ্গল শোভাযাত্রা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে আজ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উদযাপিত হয়েছে বাংলা নববর্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ে সকাল ১০টায় মঙ্গল শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড় মীজানুর রহমান।

শোভাযাত্রাটি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল, ওয়াইচ ঘাট, আহসান মঞ্জিল, মুন কমপ্লেক্স, পাটুয়াটুলী, বাটা ক্রসিং হয়ে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসে।মঙ্গল শোভাযাত্রার মূল প্রতিপাদ্য ছিল- ‘নদী’। আর মঙ্গল শোভাযাত্রার মূল স্লোগান ছিল- “বাঁচলে নদী বাঁচবে দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ”।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল সংগীত বিভাগের পরিবেশনায় নৃত্য ও দলীয় সংগীত, লোক সংগীত। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আয়োজিত মেলায় মিষ্টান্ন ও দধি, দেশীয় ফলসহ বিভিন্ন খাবারের স্টল, মাটির তৈরি তৈজসপত্র ও খেলনার স্টল স্থান পায়।এ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন একাডেমিক ভবনের নীচতলায় দিনব্যাপী ‘প্রকাশনা প্রদর্শনী’ অনুষ্ঠিত হয়। এতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ, জার্নাল, সাময়িকী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বার্তাসহ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রকাশিত গ্রন্থ স্থান পায়। নববর্ষ উপলক্ষে আজ ছিল সরকারি ছুটির দিন। জাতীয় সংবাদপত্রগুলো বাংলা নববর্ষের বিশেষ দিক তুলে ধরে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেছে। সরকারি ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালা প্রচার করা হয়। এ উপলক্ষে শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, বাংলা একাডেমি, গণগ্রন্থাগার অধিদফতর, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদফর, জাতীয় জাদুঘর, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, কপিরাইট অফিস, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ও বিসিক নববর্ষ মেলা, আলোচনাসভা, প্রদর্শনী, কুইজ, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতাসহ নানা অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে। এ উপলক্ষে রাজধানীতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়। বাংলা নববর্ষের দিন সব কারাগার, হাসপাতাল ও শিশু পরিবারে (এতিমখানা) উন্নতমানের ঐতিহ্যবাহী বাঙালি খাবার পরিবেশন করা হয়।

শিশু পরিবারের শিশুদের নিয়ে ও কারাবন্দিদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং কয়েদিদের তৈরি বিভিন্ন দ্রব্যাদি প্রদর্শন করা হয়। সব জাদুঘর ও প্রতস্থান সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা এবং শিশু-কিশোর, ছাত্র-ছাত্রী, প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের বিনা টিকিটে প্রবেশের সুযোগ ছিল। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহ এ উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে। অভিজাত হোটেল ও ক্লাব বিশেষ অনুষ্ঠানমালা ও ঐতিহ্যবাহী বাঙালি খাবারের আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে বাংলা একাডেমি সকালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বৈশাখী মেলার আয়োজন করেছে একাডেমি। জাতীয় প্রেসক্লাব বর্ষবরণে তাদের সদস্য ও পরিবারবর্গের জন্য সকাল থেকে খৈ, মুড়ি-মুড়কি, বাতাসা ও বাঙালি খাবারের আয়োজনসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিও (ডিআরইউ) তাদের সদস্য ও পরিবারের সদস্যদের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিশেষ খাবারের আয়োজন করে। উল্লেখ্য, কৃষিকাজ ও খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য বাংলা সন গণনার শুরু মোঘল সম্রাট আকবরের সময়ে। হিজরি চান্দ্রসন ও বাংলা সৌর সনের ওপর ভিত্তি করে প্রবর্তিত হয় নতুন এই বাংলা সন।

১৫৫৬ সালে কার্যকর হওয়া বাংলা সন প্রথমদিকে পরিচিত ছিল ফসলি সন নামে, পরে তা পরিচিত হয় বঙ্গাব্দ নামে। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে বাংলাবর্ষের ইতিহাস জড়িয়ে থাকলেও এর সঙ্গে রাজনৈতিক ইতিহাসেরও সংযোগ ঘটেছে।

অবশেষে পরাজয়ের বৃত্ত ভাঙ্গলো ব্যাঙ্গালুরু

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল।। অবশেষে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) জয়ের দেখা পেয়েছে রয়েল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু। টানা ছয় ম্যাচ হারের পর জয়ের স্বাদ পেলো কোহলির দল। কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের বিপক্ষে ৮ উইকেটের জয় পেয়েছে ব্যাঙ্গালুরু।

মোহালির আইএস বিন্দ্রা স্টেডিয়ামে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ক্রিস গেইলের অর্ধশতকে ৪ উইকেটে ১৭৩ রানের সংগ্রহ দাঁড় করায় পাঞ্জাব। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ভিরাট কোহলি ও এবি ডি ভিলিয়ার্সের ব্যাটিং দৃঢ়তায় ৪ বল হাতে রেখে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় ব্যাঙ্গালুরু।

১৭৪ রানে টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে দলীয় ৪৩ রানে পার্থিব প্যাটেলের উইকেট হারায় ব্যাঙ্গালুরু। দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে ভিরাট কোহলি ও এবি ডিভিলিয়ার্সের ব্যাটে জয়ের ভিত্তি পায় তারা। ৮৫ রান আসে কোহলি-ডিভিলিয়ার্সের ব্যাট থেকে। অর্ধ শতক তুলে নেন কোহলি। ৫৩ বলে ৬৭ রান করে আউট হন ব্যাঙ্গালুরুর অধিনায়ক।

এরপর জয়ের বাকি কাজটুকু সাড়েন ডি ভিলিয়ার্স ও মার্কাস স্টেইনিস। অর্ধ শতকের দেখা পান ডি ভিলিয়ার্স। ৪৬ রানে জুটি গড়ে শেষ ওভারে জয় তুলে নেয় ব্যাঙ্গালুরু। ডি ভিলিয়ার্স ৩৮ বলে ৫৯ ও স্টোইনিস ১৬ বলে ২৮ রানে অপরাজিত ছিলেন। পাঞ্জাবের মোহাম্মদ শামি ও রবিচন্দ্রন অশ্বিন ১টি করে উইকেট নেন।

এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে উদ্বোধনী জুটিতে ৬৬ রান যোগ করেন লোকেশ রাহুল ও ক্রিস গেইল। ১৮ রান করে আউট হন রাহুল। এরপর মায়াঙ্ক আগারওয়াল (১৫), শরফরাজ খান (১৫) ও স্যাম কারান (১) দ্রুত বিদায় নিলে ১১০ রানে চার উইকেট হারায় পাঞ্জাব।

গেইল ঠিকই অর্ধশতক তুলে নেন। পঞ্চম উইকেটে মানদীপ সিংকে সাথে নিয়ে ৬৩ রানে জুটি গড়েন। তবে তাতে গেইলের অবদান ছিল বেশি। অল্পের জন্য সেঞ্চুরি থেকে বঞ্চিত হন গেইল। ৬৪ বলে ৯৯ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলে অপরাজিত থাকেন তিনি। ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৭৩ রান করে পাঞ্জাব। ব্যাঙ্গালুরুর উজবেন্দ্র চাহাল ২টি এবং মোহাম্মদ সিরাজ ও মঈন আলী ১টি করে উইকেট নেন।

ব্যাঙ্গালুরুর ডি ভিলিয়ার্স ম্যাচ সেরা হয়েছেন। এই জয়ে পয়েন্ট টেবিলে তলানিতে রইলো রয়েল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু। আর পঞ্চম স্থানে আছে পাঞ্জাব।

রোনালদোর শূন্যতা অপূরণীয়: রিয়াল কোচ

লন্ডন, ১৪ এপ্রিল।। গত বছর রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে ইউভেন্তুসে পাড়ি জমানো ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর শূন্যতা পূরণ করা সম্ভব নয় বলে মনে করেন স্প্যানিশ ক্লাবটির কোচ জিনেদিন জিদান।

সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে নয় বছরের ক্যারিয়ারে ইতি টেনে গত জুলাইয়ে ১১ কোটি ২০ লাখ ইউরো ট্রান্সফার ফিতে তুরিনের ক্লাবটিতে যোগ দেন ৩৪ বছর বয়সী রোনালদো। রিয়ালের হয়ে চারটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও দুটি লা লিগাসহ অসংখ্য শিরোপা জিতেছেন তিনি। সব প্রতিযোগিতা মিলে ক্লাবটির হয়ে করেন রেকর্ড ৪৫০ গোল।

সোমবার বাংলাদেশ সময় রাত একটায় লিগ ম্যাচে লেগানেসের বিপক্ষে খেলবে রিয়াল। আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে রোনালদোর অনুপস্থিতি প্রসঙ্গে জিদান বলেন, “আপনি যা চান করতে পারেন; কিন্তু ক্রিস্তিয়ানোর শূন্যতা পূরণ করতে পারবেন না।”

“সে চলে গেছে। আমরা অন্য খেলোয়াড় দলে আনতে পারি। তবে ক্রিস্তিয়ানো যা করেছে তা তারা করতে পারবে না।”

চলতি মৌসুমে লিগে এখন পর্যন্ত দলের সর্বোচ্চ গোল করা করিম বেনজেমার প্রশংসাও করেন জিদান।

“বেনজেমা সবার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে...করিম ব্যতিক্রমী এক খেলোয়াড়। সে প্রথাগত নাম্বার নাইন নয়। যখন আমি তাকে শুরু করতে দেখেছিলাম, সে আরও বেশি মাঝমাঠে খেলত। সে জানে যে সে অনেক কিছু করতে পারে। সে নাম্বার নাইনের মতো গোল করতে পারে এবং দলের খেলা তৈরিও করতে পারে।”

৩১ ম্যাচে ১৯ জয় ও তিন ড্রয়ে ৬০ পয়েন্ট নিয়ে লিগের পয়েন্ট তালিকায় তৃতীয় স্থানে আছে রিয়াল মাদ্রিদ। ৭৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে এক ম্যাচ বেশি খেলা বার্সেলোনা। আতলেতিকো মাদ্রিদ ৬৫ পয়েন্ট নিয়ে আছে দ্বিতীয় স্থানে।

চূড়ান্ত স্কোয়াডের আগে ভারতের নয়া তালিকা

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল।। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) চলতি আসর আছে মধ্য পর্যায়ে। এরই মধ্যে নানান ঘটনায় বেশ জমেও উঠেছে আসরটি। তবে ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থকদের চোখ আপাতত বিশ্বকাপ স্কোয়াডের দিকে। কে থাকবেন কে থাকবেন না এসব জল্পনা কল্পনা যখন চলছে তখনই প্রকাশ হয়ে গেলো ভারতের বিশ্বকাপ স্কোয়াড।

ভারতীয় বোর্ডের ঘোষনা অনুযায়ী মুম্বাইয়ে সোমবার (১৫ এপ্রিল) দুপুরে ইংল্যান্ড বিশ্বকাপের জন্য ১৫ সদস্যের চূড়ান্ত স্কোয়াড ঘোষণা করবেন ভারতের নির্বাচকরা। কিন্তু তার আগেই নিজের পছন্দের বিশ্বকাপ স্কোয়াড প্রকাশ করে দিলেন সাবেক ভারতীয় ওপেনার বীরেন্দর শেবাগ।

শনিবার (১৩ এপ্রিল) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে নিজের পছন্দের ১৫ সদস্যের বিশ্বকাপ স্কোয়াড প্রকাশ করেন শেভাগ। তার স্কোয়াডের ১৫ জনের মধ্যে ৭ জনই ২০১৫ বিশ্বকাপ খেলা অভিজ্ঞরা তারা হলেন- বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, শিখর ধাওয়ান, মহেন্দ্র সিং ধোনি, রবীন্দ্র জাদেজা, ভুবনেশ্বর কুমার ও মোহাম্মদ শামি।

বাকিদের মধ্যে ধোনির ব্যাকআপ উইকেটরক্ষক হিসেবে আছেন ঋষভ পান্ত। তৃতীয় ওপেনার হিসেবে বেছে নিয়েছেন আইপিএলে দারুণ খেলা লোকেশ রাহুলকে। এছাড়া আছেন হার্দিক পান্ডিয়া ও বুমরার মতো ক্রিকেটাররাও।

শেবাগের পছন্দের ভারতের ১৫ সদস্যের বিশ্বকাপ স্কোয়াড:

বিরাট কোহলি (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা, শিখর ধাওয়ান, লোকেশ রাহুল, মহেন্দ্র সিং ধোনি, কেদার যাদব, ঋষভ পান্ত, হার্দিক পান্ডিয়া, বিজয় শঙ্কর, রবীন্দ্র জাদেজা, মোহাম্মদ শামি, ভুবনেশ্বর কুমার, জাসপ্রিত বুমরাহ, যুজবেন্দ্র চাহাল, কুলদীপ যাদব।

বাটলার ঝড়ে জিতল রাজস্থান

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল।। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের কুইন্টন ডি ককের ৮১ রানের পর জস বাটলারের ৮৯। তবে এই দ্বৈরথে শেষ পর্যন্ত জয় হলো বাটলারের। তার দল রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচ জিতে নিলো ৪ উইকেটে।

১৮৮ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে প্রথম থেকেই ব্যাট চালাতে শুরু করে রাজস্থানের দুই ওপেনার আজিঙ্কা রাহানে ও বাটলার। দলীয় ৬০ রানে রাহানে (৩৭) ফিরলেও থামেনি বাটলারের ব্যাট। মাত্র ৪৩ বলে ৮৯ রান করে যখন থামেন দল তখন জয়ের অনেকটাই কাছে। তাদের পর ৩১ রান করেন সঞ্জু স্যামসান, ১২ রান করেন ত্রিপাটি ও ১৩ রান করে অপরাজিত থাকেন গোপাল।

৪ উইকেট হাতে রেখেই রাজস্থান পৌঁছে যায় জয়ের পন্দরে। হাতে তখনও তিন বল।

মুম্বাইয়ের পক্ষে তিনটি উইকেট তুলে নেন ক্রুনাল পান্ডিয়া। আর দুটি নেন জসপ্রিত বুমরাহ ও একটি নেন রাহুল চাহার।

এর আগে, টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা দারুণ হয় মুম্বাইয়ের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বড় রান তুলতে সক্ষম হয়নি তারা। ডি ককে ৮১ রান ছাড়া রোহিত শর্মা ৪৭, হার্দিক পান্ডিয়া ২৮, সূর্যকুমার যাদব করেন ১৬ রান।

রাজস্থানের হয়ে তিন উইকেট নেন জোফরা আরচার। একটি করে নেন কুলকারনি ও উনাদকর।

ম্যান অব দ্যা ম্যাচের পুরস্কার ওঠে বাটলারের হাতে।

৭ ম্যাচে ৪ জয় নিয়ে মুম্বাই আছে পয়েন্ট তালিকার তিনে। অপরদিকে ৭ ম্যাচে ২ জয়ে রাজস্থান আছে টেবিলের ৭ম নম্বরে।

কোমানের জোড়া গোলে বায়ার্নের সহজ জয়

লন্ডন, ১৪ এপ্রিল।। ফরাসি মিডফিল্ডার কিংসলে কোমানের জোড়া গোলে বুন্ডেসলিগায় ফরটুনা ডুসেলডর্ফকে উড়িয়ে দিয়েছে বায়ার্ন মিউনিখ। এই জয়ে আবারও পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ফিরেছে নিকো কোভাচের দল।

রোববার প্রতিপক্ষের মাঠে ৪-১ গোলে জয় পায় বায়ার্ন। নভেম্বরে প্রথম দেখায় এই দলের সঙ্গে ঘরের মাঠে ৩-৩ ড্র করছিল তারা।

ষষ্ঠ মিনিটেই এগিয়ে যেতে পারতো প্রতিযোগিতার বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। ডান দিক থেকে সের্গে জিনাব্রির ক্রসে ডি-বক্সে থাকা কোমানের ফ্লিক ফিরে পোস্টে লেগে।

এর নয় মিনিট পরই দলকে প্রথম গোল এনে দেন কোমান। ৪১তম মিনিটে জসুয়া কিমিচের পাস থেকে বাঁ পায়ের শটে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন ২২ বছর বয়সী কোমান।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে বড় ধাক্কা খায় অতিথিরা। চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন মানুয়েল নয়ার। ৫৫তম মিনিটে দলকে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে নেন জিনাব্রি।

৮৯তম মিনিটে স্পট কিকে ব্যবধান কমান বদলি খেলোয়াড় ডোডি লুকবাকিও। ডি-বক্সে মাটস হুমেলসের হাতে বল লাগলে ভিএআরের সাহায্য নিয়ে পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন রেফারি। আর দ্বিতীয়ার্ধের যোগ করা সময়ে স্কোরলাইন ৪-১ করেন লেয়ন গোরেটস্কা।

এই জয়ে ২৯ ম্যাচে ২১ জয় ও চার ড্রয়ে শীর্ষে ফেরা বায়ার্নের সংগ্রহ ৬৭ পয়েন্ট। সমান ম্যাচে ১ পয়েন্ট কম নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে বরুসিয়া ডর্টমুন্ড।

মেসিদের বিশ্রাম দিতে পেরে খুশি বার্সা কোচ

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল।। একাদশের নিয়মিত খেলোয়াড়দের অনেককে বাইরে রেখে লা লিগায় ওয়েস্কার বিপক্ষে জয়ের ধারা ধরে রাখতে পারেনি বার্সেলোনা। তবে ব্যস্ত সূচিতে লিওনেল মেসি-ইভান রাকিতিচদের বিশ্রাম দিয়ে এবং অন্যদের সুযোগ দিতে পেরে খুশি দলটির কোচ এরনেস্তো ভালভেরদে।

এক দশকের মধ্যে এই প্রথম কোনো লা লিগার ম্যাচে চার অভিষিক্ত নিয়ে মাঠে নামে কাতালান ক্লাবটি। দলে ব্যাপক এই রদবদলের পেছনে যুক্তি দেখিয়েছেন ভালভেরদে। পয়েন্ট তালিকার তলানির দল ওয়েস্কার মাঠ থেকে শনিবার গোলশূন্য ড্র করে ফেরে বার্সেলোনা।

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মাঠে বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ আটের প্রথম লেগে ১-০ গোলে জেতা ম্যাচের ৩১তম মিনিটে ডিফেন্ডার স্মলিংয়ের চ্যালেঞ্জে মেসির নাক দিয়ে রক্ত পড়তে দেখা যায়। স্ক্যানে খারাপ কিছু ধরা না পড়লেও দলের সেরা তারকাকে নিয়ে কোনো ঝুঁকি নেননি কোচ। মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় রাত একটায় কাম্প নউয়ে শুরু হবে শেষ আটের ফিরতি পর্বের ম্যাচ।

ওয়েস্কার বিপক্ষে পয়েন্ট হারালেও দলের পারফরম্যান্সে সব মিলিয়ে খুশি ভালভেরদে।

“দলে অনেক পরিবর্তন ছিল এবং অনেকের অভিষেক হলো। সে বিবেচনায় আমরা খুশি। আক্রমণে আমরা আরও কিছু চেষ্টা করতে পারতাম। কিন্তু সব মিলিয়ে আমরা খুশি।”

“এটি ছিল কঠিন একটি পরিস্থিতি কারণ দলে অনেক নতুন খেলোয়াড় ছিল। আমরা দলে পরিবর্তন আনলাম কারণ ফুল-ব্যাকদের নিয়ে আমাদের একটা সমস্যা ছিল। আর জর্দি আলবা ও নেলসন সেমেদোকে আজ আমি খেলাতে চাইনি।”

গত সপ্তাহে লিগের পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে থাকা আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে পাওয়া জয় দল নির্বাচনে ভূমিকা রেখেছে বলেও জানান ভালভেরদে।

“যদি আমরা গত সপ্তাহে আতলেতিকো মাদ্রিদকে না হারাতাম, তাহলে আজ (শনিবার) দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভিন্ন কিছু হতো। যদিও ফল ভিন্ন হতো কিনা আমি জানি না।”

৩২ ম্যাচে ৭৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে বার্সেলোনা। শনিবারের আরেক ম্যাচে সেল্তা ভিগোকে ২-০ গোলে হারানো আতলেতিকো মাদ্রিদ ৬৫ পয়েন্ট নিয়ে আছে দ্বিতীয় স্থানে।

স্টার্লিংয়ের জোড়া গোলে সিটির প্রতিশোধ

লন্ডন, ১৪ এপ্রিল।। চার মাস আগে ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে ঘরের মাঠে হারের তেতো অভিজ্ঞতা হয়েছিল ম্যানচেস্টার সিটির। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ফিরতি পর্বে রাহিম স্টার্লিংয়ের জোড়া গোলে দলটিকে তাদেরই মাঠে হারিয়ে মধুর প্রতিশোধ নিয়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।

প্রতিপক্ষের মাঠে রোববার স্থানীয় সময় দুপুরে ৩-১ গোলে জিতে সিটি। তাদের আরেক গোলদাতা গাব্রিয়েল জেসুস। ডিসেম্বরে এই দলের কাছে ঘরের মাঠে ৩-২ গোলে হেরেছিল পেপ গুয়ার্দিওলার দল।

প্যালেসকে হারিয়ে আপাতত পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠেছে সিটি। তবে একটু পরেই শুরু হতে যাওয়া আরেক ম্যাচে চেলসিকে হারালে শীর্ষে ফিরবে লিভারপুল।

ম্যাচের দশম মিনিটে সিটিকে এগিয়ে দেওয়ার সহজ সুযোগ পেয়েছিলেন রাহিম স্টার্লিং। কিন্তু আট গজ দূরে ফাঁকায় বল পেয়েও লক্ষ্যভ্রষ্ট শটে হতাশ করেন ইংলিশ এই মিডফিল্ডার।

পাঁচ মিনিট পর তার একক নৈপুণ্যেই এগিয়ে যায় অতিথিরা। মাঝমাঠের আগে থেকে কেভিন ডি ব্রুইনের থ্রু পাস পেয়ে ডি-বক্সে ঢুকে প্রথম ছোঁয়ায় বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে জোরালো কোনাকুনি শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন স্টার্লিং।

দারুণ গোছানো এক আক্রমণে ৬৩তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে সিটি। দাভিদ সিলভার কাটব্যাক পেয়ে লেরয় সানে বাড়ান ডান দিকে। আর ছোট ডি-বক্সের বাইরে থেকে প্রথম ছোঁয়ায় বাঁ পায়ের শটে আসরে নিজের ১৭তম গোলটি করেন স্টার্লিং।

৮১তম মিনিটে ডি-বক্সের ঠিক বাইরে থেকে দারুণ ফ্রি-কিকে ব্যবধান কমিয়ে রোমাঞ্চকর শেষের সম্ভাবনা জাগান সার্ব মিডফিল্ডার লুকা মিলিভোয়েভিচ। তবে শেষ দিকে আবারও গোল খেয়ে বসে স্বাগতিকরা।

নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে সিটির জয় নিশ্চিত করেন জেসুস। ডি ব্রুইনের পাস ডি-বক্সে পেয়ে কোনাকুনি শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন আগুয়েরোর বদলি নামা ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড।

৩৩ ম্যাচে ২৭ জয় ও দুই ড্রয়ে শীর্ষে ওঠা ম্যানচেস্টার সিটির পয়েন্ট ৮৩।

বছরের পর বছর ধরে কঠিন বিষয়গুলো সহজ করে তুলছে মেসি

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল।। ক্যারিয়ারে অনেকটা সময় এক সঙ্গে একই ক্লাবে খেলেছেন দুজন। প্রিয় সতীর্থের জাদুকরী পারফরম্যান্সে মুগ্ধ হয়েছেন বারবার। সাবেক সতীর্থ লিওনেল মেসির পারফরম্যান্সে এখনও বিস্মিত হন গত বছর বার্সেলোনা ছেড়ে যাওয়া আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা। তার মতে, কঠিন বিষয়গুলো সহজ করে তোলার অসাধারণ এক প্রতিভা আছে আর্জেন্টাইন তারকার।

২০০২ সালে মূল দলে অভিষেকের পর ১৬ মৌসুম কাম্প নউয়ে কাটিয়ে গত মে মাসে জে. লিগের দল ভিসেল কোবেতে যোগ দেন ইনিয়েস্তা। ক্যারিয়ারে এক যুগেরও বেশি সময় পাঁচবারের বর্ষসেরা ফুটবলার মেসির সঙ্গে খেলার অভিজ্ঞতা থেকে তার সামর্থ্যের প্রশংসা করেন স্প্যানিশ এই মিডফিল্ডার।

“বছরের পর বছর ধরে সে কঠিন কাজগুলো সহজ করে তুলছে যা খুব কম মানুষই করতে পারে। এটা কঠিন, কিন্তু সবসময় সে নতুন কিছু করে।”

“এত বছর পরে, এখনও সে অবিশ্বাস্য সব কাজ করে যাচ্ছে। এটা এমন কিছু যা আপনি দেখতে পারেন না।”

জাগরণ 15 April, 2019, Monday আগরতলা ১৫ এপ্রিল, ২০১৯ ইং, ১ বৈশাখ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

আজাদ হিন্দ সমিতির ন্যায় দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল ।। ১৪ এপ্রিল দিবসটিকে ন্যায় দিবস হিসেবে পালন করল আজাদ হিন্দ সমিতি। আজকের দিনেই ভারতের সংবিধান প্রনেতা ডঃ বি আর আম্বেদকর জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং অবিভক্ত ভারতে আজ থেকে ৭৫ বছর আগে মণিপুরের মৈরাংএ ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন তৎকালীন আজাদ হিন্দ সরকারের আপোসহীন সংগ্রামী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। যে কারনেই দিবসটিকে ন্যায় দিবস হিসেবে ঘোষনার দাবি জানিয়েছেন আজাদ হিন্দু সমিতি। রবিবার সকালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সম্মুখভাগস্থলে ন্যায় দিবস পালিত করে আজাদ হিন্দ সমিতি। দিবসটির তাৎপর্য বিশ্লেষন করতে গিয়ে সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জিত দেবনাথ বলেন, প্রাক্ স্বাধীনতাকাল থেকে ও যাবত দেশের যে অবস্থা চলছে তা কোনভাবেই কাম্য নয়। আমরা যে স্বাধীনতা চেয়েছিলাম সেই স্বাধীনতা আমরা পাইনি। গণতন্ত্র যে পথে চলার কথা গণতন্ত্র সেই পথে চলছে না। গণতন্ত্রকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হলে নেতাজীর মতাদর্শকে পাথেয় চলতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সর্বোপতি প্রত্যেকের মধ্যে ন্যায়ের বাতাবরন তৈরির প্রয়াস নিতে হবে বলেও সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জিত দেবনাথ অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরও জানান ১৪ এপ্রিল দিবসটিকে ন্যায় দিবস হিসিবে পালনের জন্য রাষ্ট্রপতি, প্রধান বিচারপতি ও লোকপালের কাছে স্মারকলিপি পাঠাবে আজাদ হিন্দ সমিতি।

মনুবনকুলে বিজেপির নির্বাচনী সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল ।। ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনের ১ম দফায় পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা নির্বাচনে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয় ১১ই এপ্রিল। ২য় পর্বে ১৮ই এপ্রিল পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের জন্য ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। পূর্ব ত্রিপুরা আসনে লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে শেষ পর্বে সকল রাজনৈতিক দল প্রচারে ঝড় তুলতে উঠে পড়ে লেগেছে। এদিকে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে বিজেপি প্রার্থী রেবতী কুমার ত্রিপুরার সমর্থনে মনু বিধাসভা কেন্দ্রের মনুবনকুলে একটি নির্বাচনি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সাধারন সম্পাদিকা তথা পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের প্রার্থী প্রতিমা ভৌমিক, জেলা সভাপতি বিভিষণ চন্দ্র দাস, থাই ও মগ উপজাতি বিজেপি স্টেইট কমিটির সদস্য সহ আর অন্যান্যরা। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রতিমা ভৌমিক পদ্মফুলে ভোট দিয়ে রেবতী কুমার জমাতিয়াকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের শতবর্ষ উদযাপনে নির্বাচনী আচরণবিধিতে ছাড়

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের শতবর্ষ উদযাপনের উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ভারতের নির্বাচন কমিশন এই অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য নির্বাচনী আচরণবিধির নিরিখে ছাড় দিয়েছে।

প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো এই খবর জানিয়ে বলেছে,

এক বছর ধরে সারা দেশ জুড়ে কুখ্যাত এই হত্যাকাণ্ডের শতবর্ষ উদযাপন হবে। এই উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। গতকালের মত আজও অনেকে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগ স্মৃতিসৌধে শহিদদের স্মৃতি তর্পণ করবেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথকে নাইটহুড দেওয়া হয় ১৯১৫ সালের জুন মাসে। তখন ভাইসরয় ছিলেন লর্ড হার্ডিঞ্জ, যিনি ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন কবির গুণগ্রাহী। ছয়ের পাতায় দেখুন

আজ ১লা বৈশাখ। তাই কচিকাচাদের এই ভাবেই চলছে বর্ষবরণের প্রস্তুতি। ছবি- নিজস্ব।

সন্ত্রাস ঃ পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশন সিপিএম'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল ।। সন্ত্রাস বন্ধের দাবিতে রবিবার পশ্চিম জেলার জেলা পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেছে সিপিআইএম। সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটির সদস্য শুভাশিস গাঙ্গুলির নেতৃত্বে রবিবার এক প্রতিনিধি দল জেলা পুলিশ সুপারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ডেপুটেশান ও স্মারকলিপি তুলে দেন।

গত ১১ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়েছে পশ্চিম ত্রিপুরা সাধারণ লোকসভা আসনে ভোটগ্রহণ। ভোটগ্রহণ পর্ব অবাদ ও শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হবে বলে বিরোধী দল ও রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করেছিল রাজ্য আরক্ষা প্রশাসন। কিন্তু প্রশাসনের প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবে কোন মিল নেই। শাসকদল বিজেপি'র অঙ্গুলি নির্দেশে পুলিশ কাজ করছে বলে অভিযোগ। নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই বিরোধী দলের প্রার্থীদের প্রচারে বাধা, প্রার্থীদের উপর বিভিন্ন স্থানে হামলা, গাড়ি ভাঙচুর, বিরোধী দলের নেতাকর্মী সমর্থকদের বাড়িঘরে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়। তাতেই ক্ষান্ত হয়নি শাসকদলের ক্যাডার বাহিনী, নির্বাচনের আগের রাত থেকে হামলাহুজ্জুতির ঘটনা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছে। সিপিআইএম'র পোলিং এজেন্টদের হামলা ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। গত দু'দিন আগে বড়জলা বিধানসভা এলাকার চানমারিতে সিপিএমের কর্মী সমর্থকদের উপরও হামলা সংগঠিত করা হয় বলে অভিযোগ। তাতে সিপিএমের এক কর্মী পান্নালাল ঘোষ গুরুতরভাবে আহত হয়ে এখনও জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে তারা জানান। চানমারির ঘটনার পর বিজেপি নেত্রী প্রতিমা ভৌমিক চানমারিতে গিয়ে পুলিশের কাজে হস্তক্ষেপ করেছেন বলেও অভিযোগ সিপিএমের। তিনি নাকি পুলিশকে ধমকিয়েছেন। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটির পক্ষ থেকে রবিবার পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশান প্রদান করা হয়।

অবিলম্বে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস বন্ধ করে রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে পুলিশকে নিরপেক্ষ কার্যকরী ভূমিকা পালনের জন্য সিপিআইএমর পক্ষ থেকে জেলা পুলিশ সুপারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।

অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে বাংলা নববর্ষ উদযাপিত হলো বাংলাদেশে

মনির হোসেন, ঢাকা, এপ্রিল ১৪।। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধভাবে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয়ে বাঙালি জাতি আজ রোববার বাংলা নববর্ষ ১৪২৬ বরণ করেছে।বাঙালীর সার্বজনীন প্রাণের উৎসব নববর্ষকে বরণের মধ্য দিয়ে জাতি জীর্ণ-পুরাতনকে পেছনে ফেলে সম্ভাবনার নতুন বছরে প্রবেশ করলো। রাজধানী ঢাকাসহ দেশব্যাপি বর্ণিল উৎসবে পহেলা বৈশাখ উদযাপিত হয়েছে।বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক বাণীতে দেশবাসীসহ সমগ্র বাঙালিদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।বাঙালির আত্মপরিচয়ের তালাশ আহবানে রমনার বটমূলে ছায়ানট ১৪২৬ বঙ্গাব্দ বরণ করে। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে বাঁশিতে রাগ আহীর ভাঁয়রো পরিবেশনার মধ্য দিয়ে রমনা বটমূলে শুরু হয় ছায়ানটের প্রভাতী আয়োজন।একক ও সম্মিলিত ন্ট্রে সংগীত পরিবেশনা আর কবিতায় ছায়ানটের শিল্পীরা স্বাগত জানান পহেলা বৈশাখকে। নানান রঙের পোশাকে এ সময় রমনার বটমূলে শতাধিক শিল্পী তাদের সুর-ছন্দ আর তাল-লয়ে বৈশাখের বন্দনা করে স্বাগত জানান নতুন বছর ১৪২৬-কে। তাদের সে আয়োজনে ছিলো বৈশাখের মগ্নতা, হৃদয়ে নতুনকে কাছে পাওয়ার তৃষ্ণা।বাংলা নববর্ষ ১৪২৬ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা আজ সকালে তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবনে দল এবং বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন।জাতীয় সংসদের উপনেতা এবং দলের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এইচ টি ইমাম, আমির হোসেন আমু এবং তোফায়েল আহমেদ, সভাপতিমন্ডলীর সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী, শেখ ফজলুল করিম সেলিম এবং এডভোকেট সাহারা খাতুন অন্যান্যের মধ্যে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর কন্যা এবং বিশ্ব অটিজম আন্দোলনের অগ্রপথিক সায়মা ওয়াজেদ হোসেন এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানস্থল গণভবনের ব্যাংকোয়েট হলে প্রবেশ করলে আওয়ামী লীগ এবং দলের সহযোগী সংগঠনের শিল্পীবৃন্দ বিখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত এবং বর্ষবরণের গান 'এসো হে বৈশাখ' এবং 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে' পরিবেশন করেন।পরে, আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদ এবং সভাপতিমন্ডলীসহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।অনুষ্ঠানে অতিথিদের বিভিন্ন বাঙ্গালি খাবার যেমন- মোয়া, মুড়কি, মুরলি, কদমা, এবং জিলেপি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়।বাংলা নববর্ষ ১৪২৬ উপলক্ষে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। সকাল ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ প্রাঙ্গণ থেকে বাংলা নববর্ষের বর্ণিল আকর্ষণ 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'র উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড় মো. আখতারুজ্জামান। উপাচার্যের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে শোভাযাত্রাটি শাহাগ মোড় হয়ে টিএসসি ঘুরে চারুকলায় এসে শেষ হয়। শোভাযাত্রায় অনেক বিদেশি অতিথিও উপস্থিত ছিলেন।

'মঙ্গল শোভাযাত্রা' উদ্বোধনের প্রাক্কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেন, বাংলা নববর্ষ বাঙালির আবহমান কালের সর্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক উৎসব। এর মধ্য দিয়ে আমরা অনুভব করি উদার, মানবিক ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা। এই উৎসবের অসাম্প্রদায়িক, উদার ও মানবিক মূল্যবোধের চেতনা সারাদেশের মানুষের মধ্যে বিরাজমান।

শোভাযাত্রায় আবহমান বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্যের সঙ্গে সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের প্রতীকী ছয়ের পাতায় দেখুন

লেক গার্ডেন্সের একটি ঝুপড়ির দোকানে অগ্নিকান্ড, ভস্মীভূত ১৭টি দোকান

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : রবিবার ভোররাতে মহানগরে ফের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ভস্মীভূত ১৭টি দোকান। ঘটনাটি ঘটে লেক গার্ডেন্সের একটি ঝুপড়ির দোকানে ভয়াবহ আগুন লাগে। দমকল আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও নববর্ষের আগে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মাথায় হাত ব্যবসায়ীদের। আগুন লাগার কারণ স্পষ্ট না হলেও শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে অনুমান দমকলের।

এদিনই চৈত্র মাসের শেষ রবিবার। আর তার পরের দিনই বাংলা নববর্ষ। এই সময়ই ব্যবসা থেকে ভালো রোজগারের আশায় বসে থাকেন ব্যবসায়ীরা। তবে সেই আশায় জল ঢেলে দিল অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। রবিবার ভোররাতে লেক গার্ডেন্সের লর্ডসের মোড়ের ঝুপড়ির দোকানে আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের ১০টি ইঞ্জিন। কয়েকঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও ততক্ষণে ব্যবসায়ীদের যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গিয়েছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, রাত ৩টে ২০ মিনিট নাগাদ আগুন লাগে। তারাই খবর দেন দমকলকে। আগুন লাগার খবর পেয়ে ছুটে আসেন ব্যবসায়ীরা। ঘটনাস্থলের ছবি দেখে মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে। পুড়ে ছাই সবকিছু। অবশিষ্ট বলতে কিছুই বাকি নেই। এই খানেই ছিল দশকর্মার দোকান, হোটেল, তুলোর দোকান, সেলুন, মুরগির দোকান ইত্যাদি। আগুন লেগে সেগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মুরগির দোকানের বেশ কয়েকটি মুরগি মারা গিয়েছে বলে দমকল জানিয়েছে।

অপরদিকে ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, যেহেতু ঝুপড়ির দোকান তাই তাদের কাছে ব্যবসার কোনও লাইসেন্স ছিল না। অর্থাৎ কোনও নিয়মনীতি ছাড়াই ব্যবসা চলছিল সেখানে। অগ্নিনির্বাপণের জন্যও কোনও ব্যবস্থা ছিল না। এই দুটিই না থাকায় তার খেসারত দিলেন ছোট ব্যবসায়ীরা। আগুন লাগার কারণ স্পষ্ট নয়। তবে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে অনুমান।

বাংলা নববর্ষের শুরুতেই কলকাতায় ব্যাপক গরমের পূর্বাভাস

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : বাংলা নববর্ষের শুরুতেই কলকাতায় ব্যাপক গরমের পূর্বাভাস দিল আলিপুর হাওয়া অফিস। এরআগে শহরের তাপমাত্রা ছিল ৩৪ ডিগ্রির নীচে। যা স্বাভাবিকের থেকে কম ছিল হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস ১৫ এপ্রিল অর্থাৎ পয়লা বৈশাখ কলকাতার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে ৩৭ ও ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে। শনিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই এক ডিগ্রি বেশি। সর্বনিম্ন ২৬.৯ ডিগ্রি সেলসিয়া যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। রবিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৫.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক। সর্বনিম্ন ২৬.০ ডিগ্রি সেলসিয়া যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। আর্দতার পরিমান সর্বোচ্চ ৯২ শতাংশ, সর্বনিম্ন ৪৩ শতাংশ।

এবার গরমও বাড়বে। এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। কলকাতায় আগামী কয়েকদিনের তাপমাত্রা বাড়বে। মূলত দিনের তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি বৃদ্ধি পাবে। ছয়ের পাতায় দেখুন

আম্বেদকরের সাথে কমিউনিস্টদের মতভেদ রয়েছে ঃ বিজন ধর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল ।। ভারতের সংবিধান প্রণেতা সর্বজন শ্রদ্ধেয় বাবা সাহেব ডঃ বিআর আম্বেদকরের সঙ্গে কমিউনিস্টদের যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। রবিবার আগরতলা সিটি সেন্টারের সামনে ত্রিপুরা তপশীলি জাতি সমন্বয় সমিতি আয়োজিত আম্বেদকরের ১২৯ তম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিআইএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথ্য বামফ্রন্টের রাজ্য আহ্বায়ক বিজন ধর এই মন্তব্য করেন।

সংবিধান প্রণেতা ডঃ বি আর আম্বেদকরের ১২৯ তম জন্মজয়ন্তী রবিবার তপশীলি জাতি সমন্বয় সমিতির উদ্যোগেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। আগরতলা সিটি সেন্টারের সামনে এ উপলক্ষ্যে ডঃ বিআর আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন তপশীলি নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রতন ভৌমিক, সিপিআইএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক বিজন ধর প্রমুখ। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিআইএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিজন ধর বলেন, ভারতে নীপিড়িত মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে - ডঃ বি আর আম্বেদকরের জীবৎকালের ভুমিকা ও অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। তিনি ছিলেন, একজন সমাজ সংস্পরক। তাকে পদে পদে অস্পৃশ্যতার বলি হতে হয়েছিল। মুক্তির উপায় নিয়ে আম্বেদকরের মতামতের সঙ্গে কমিউনিস্টদের যথেষ্ট মতভেদ ও পার্থক্য রয়েছে বলে উল্লেখ করেন বিজনবাবু। আম্বেদকর ছিলেন সামাজিক সাম্যের অগ্রদূত। কিন্তু আম্বেদকর শ্রেণী বুঝতেন না বলে মন্তব্য করেন বিজন ধর। সমাজ পরিবর্তন করে - সমাজ গঠনের যে বিষয়টি রয়েছে, যেখানে অস্পৃশ্যতা দূর হবে, সামাজিক সাম্য আসবে, সেক্ষেত্রে আম্বেদকরের সীমাবদ্ধতা ছিল বলেও বিজনবাবু মন্তব্য করেন। হিন্দুত্ববাদ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করতে আম্বেদকর হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে, বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এটা সমাধানের পথ নয় বলে মনে করে কমিউনিস্টরা।

বিজনবাবু আরও বলেন, আজকের দিনেও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী দলিত অস্পৃশ্য শ্রেণির মানুষের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগে, ভোট চাইবার জন্য - সুগন্ধ ছড়িয়ে দিয়ে - তাদের সঙ্গে কথা বলেন। দলিত অস্পৃশ্যদের জায়া যাতে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী গায়ে না লাগে সেজন্যই এ ধরনের প্রয়াস বলেও তিনি উল্লেখ করেন। যে কারণে আম্বেদকর লড়াই করেছিলেন সেই বিষয়গুলি এখনও আমাদের দেশে বর্তমান। আম্বেদকরের নেতৃত্বে যে সংবিধান তৈরি হয়েছিল - সেই সংবিধানের মূল কথা দিল ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র, সামাজিক সাম্য, স্বনির্ভরতা। বর্তমানে সেই সংবিধানকে পাল্টিয়ে দিয়ে একটা হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলেও তিনি অভিযোগ করেছেন। বর্তমানে পৃথিবীতে হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র নেই। কিন্তু ভারতবর্ষকে হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন বিজনবাবু। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তপশীল জাতি সমন্বয় সমিতির নেতা প্রাক্তনমন্ত্রী রতন ভৌমিক বলেন, সংবিধান প্রণেতা দেশকে যেভাবে পরিচালিত করার চেষ্টা করেছিলেন তার ঠিক উল্টো দিকে দেশ চালানোর চেষ্টা চালাচ্ছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার।

বিআর আম্বেদকরের জন্ম জয়ন্তি পালিত রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল ।। ভারতের সংবিধান প্রনেতা ডাঃ বি আর আম্বেদকরে ১২৯ তম জন্ম জয়ন্তী রবিবার রাজ্যেও নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে মূল অনুষ্ঠানটি হয় রাজধানী আগরতলায় উজ্জায়ন্ত প্রসদে বাবা সাহেবের মর্মর মূর্তির পাদদেশে। অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রেবতিমোহন দাস।

প্রভাতফেরীর মধ্যদিয়ে রবিবার সকালে ভারতের সংবিধান প্রনেতা বাবা সাহেব ডঃ বিআর আম্বেদকরে ১২৯ তম জন্ম দিবসের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। প্রভাতফেরীতে অংশ নেন বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরে মানুষজন। রাজ্য সরকারের তপশিলী জাতি কল্যান দপ্তরে উদ্যোগে উজ্জ্বয়ন্ত প্রসাদের সম্মুখভাগে ডঃ বি আর আম্বেদকরের মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা করে রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বেরতি মোহন দাস বলেন, বাবা সাহেব আম্বেদকর ছিলেন দলিত অংশের মানুষের মুক্তিদাতা। অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনের শ্রষ্টা ছিলেন তিনি। অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে তাঁকে নানা প্রতিষ্ঠানের সম্মুখীন হতে হয়েছে। ভারতের সংবিধান প্রনয়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন ডঃ বি আর আম্বেদকর। ছয়ের পাতায় দেখুন

আগরতলায় বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনার অফিসে বাংলা নববর্ষ পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল ।। আগরতলায় বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনারের অফিস প্রাঙ্গনে রবিবার যথাযোগ্য মর্যাদায় বাংলা নববর্ষ পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে সহকারী হাই কমিশনার অফিস প্রাঙ্গনে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা নববর্ষ অনুষ্ঠানে সহকারী হাইকমিশনা কিরীটি চাকমা সহ আধিকারিক ও ভিসা অফিসের অন্যান্য কর্মী ও সংশ্লিষ্টদের পরিবারের লোকজনরা অংশ নেন।

সঙ্গীত, নৃত্য, আলোচনা ও বঙ্গীয় ভাবধারায় নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে রবিবার১৪২৬ বাংলাকে স্বাক্ষাত জানানো হয়। এ উপলক্ষ্যে বাংলা ভাষাভাষী হিন্দু, মুসলীম, জাতি উপজাতি সকল ধর্ম বর্ণের মানুষজন নানা অনুষ্ঠানে শামিল হন। পুরানা বছরকে বিদায় ও নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে প্রতিটি ঘরে ঘরে মুখরোচক নানা খাবারের আয়োজনও করা হয়। ভোজন রসিক বাঙাসীরা দিনটিকে বেশ আমেজপূর্ণ ভাবেই পালন করেন। আগরতলায় অবিস্থিত বাংলাদেশের সহকারী হাইকমিশনারে অফিসেও দিবসটি নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে মূল অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন সহকারী হাই কমিশনার কিরীটি চাকমা। তিনি দিবসটির তাৎপর্য ও বাংলা ভাষাভাষীদের জীবনে শুভ নববর্ষের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

নববর্ষের স্বাগত জানাতে সহকারী হাইকমিশনার অফিস প্রাঙ্গনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নানা উপস্থিত সকলের হৃদয় জয় করেছে। সত্যিকারের বাঙালীয়ানার চিত্রপরিস্ফুটিত হয়েছে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।

আজ কলকাতার বাংলাদেশ উপদূতাবাসের মঙ্গল শোভাযাত্রা

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (হি.স.) : আজ রবিবার মঙ্গল শোভাযাত্রা কলকাতার বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনে। পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে প্রতি বছর এঈ শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করা হয়।

উপ হাইকমিশন প্রাঙ্গণে উপস্থিত থাকবেন এই বাংলার কবি সিদ্ধার্থ সিংহ এবং ও"পার বাংলার কবি ও উদার আকাশ পত্রিকার সম্পাদক ফারুক আহমেদ। পশ্চিমবঙ্গে তিথি-নক্ষত্র অনুযায়ী কখনও ১৪ কখনও ১৫ এপ্রিল ১ বৈশাখ পড়ে। বাংলাদেশে একমাত্র ১৪ এপ্রিলই ১ বৈশাখ উৎযাপন করা হয়। এটা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে বাংলাদেশের বাংলা একাদেমি। আধুনিক বাংলা পঞ্জিকা অনুসারে। ওখানে পয়লা বৈশাখও নয়, পহেলা বৈশাখ। এদিন বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষঙ্গর উদ্যোগে যে হাজার ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।